বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ১৪২ ॥

নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি' আনে কৃষ্ণস্থানে ।
লোকধর্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণেতর নিখিলশব্দ-স্তম্ভনকারী ঃ—

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে ।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বুঝিতে বোলয় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ ১৪৪ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় আগমন, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম ঃ—

পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিলুঁ আনে,
কৃষ্ণ-কৃপা তোমার উপরে ।
মোর চিত্ত-ভ্রম করি', নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥ ১৪৫ ॥

গোপীভাবান্বিত প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যগ্রস্ত স্বীয় চিত্তের বশ্যতা ও সৌভাগ্য প্রখ্যাপন ঃ—

আমি ত' বাউল, আন কহিতে আন কহি ।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি' ॥" ১৪৬ ॥

প্রভুর ক্ষণকাল মৌনভাব ঃ—

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক মৌন করি' রহে ।
মনে এক করি' পুনঃ সনাতনে কহে ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য-শ্রবণকারীর কৃষ্ণপ্রেমসুখে নিমজ্জন ঃ—

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে ।
ইহা যেই শুনে, সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১৪৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। নীবি—ঘাগ্‌রার কোমরবন্ধ-বাশি।

১৪৪। 'কাণের ভিতর বাসা করে'—'আমরা—গোপী, আমাদের কাণের ভিতর বংশীধ্বনি বাসা করে অর্থাৎ সর্ব্বদা যেন কাণে লাগিয়াই আছে।'

১৪৫। এই প্রেমাবেশে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া মহাপ্রভু যে রসসন্দর্ভ আনিলেন, এই স্থান তাহার বর্ণন-স্থল নয় ; অতএব বলিতেছেন,—আমি একবিষয় বলিতে অন্য বিষয় বলিতেছি ; কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমার চিত্তভ্রম জন্মাইয়া তাঁহার নিজের ঐশ্বর্য্যমাধুরী তোমাকে শুনাইলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪০। স্মিতকিরণ-সুকর্পূরে—অল্পহাস্যকিরণরূপ কর্পূরে। পৈশে—প্রবেশ করে।

১৪১। অণ্ড ভেদি'—ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাকৃত-রাজ্য ভেদ করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে গমন করে এবং বলপূর্ব্বক গোপীজন-জগতের কর্ণে প্রবেশ করে।

১৪৪। কৃষ্ণের বংশীর রব গোপীজনের কর্ণে আবাস স্থাপন করিয়া আপনা হইতেই ধ্বনি-স্ফূর্ত্তিতে গোপীকে উন্মত্তপ্রায় রাখেন, তখন তাঁহার কর্ণে অন্য কোন শব্দ প্রবেশ করিতে না পারায়, তিনি অন্যমনা হইয়া যথাযথ উত্তর দিতে পারেন না। সেই বংশীধ্বনি গোপীকে সম্পূর্ণ বিমনা করিয়া ফেলে।

ইতি অনুভাষ্যে একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমেই জীবের তত্ত্ব, পরে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং কেবল-জ্ঞানযোগাদির অকর্ম্মণ্যতা, সর্ব্বজীবের ভক্তি-বিষয়ক কর্ত্তব্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং জ্ঞানিদিগের মুক্ত্যভিমান যে বৃথা, তাহাও দেখাইয়াছেন। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিযোগে অভীষ্ট বা প্রয়োজনাদি সমস্তই সিদ্ধ হয়। যদিও কোন ব্যক্তির ভজনকালে সেই সকল কাম অজ্ঞতা-বশতঃ কিছু অনুস্যূত থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাহা দূর করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি দেন। মহৎকৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না, এইজন্য সাধুসঙ্গ অবশ্যই কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তিতে অধিকার দেয়। অতঃপর প্রভু উহার এবং অনন্যভক্তদিগের প্রকারভেদ এবং বৈষ্ণবদিগের স্বভাবসকল বর্ণন করিলেন। স্ত্রীসঙ্গ

ও অভক্ত-সঙ্গই অসৎসঙ্গ। এই দুইটীকেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমাসক্তি ছাড়িয়া কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া চাই। শরণাগতির ছয় লক্ষণও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধনভক্তি—বৈধী-রাগানুগা-ভেদে দুইপ্রকার। বৈধীভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গই প্রধান ; তন্মধ্যে শেষ পঞ্চাঙ্গই অত্যন্ত বলবান্। ভক্তির একাঙ্গ বা বহু অঙ্গসাধনেও ফল হয়। জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগাদি কখনই ভক্তির অঙ্গ নয় ; অহিংসা, যম, নিয়মাদির জন্য কোন পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না ; তাহারা ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। রাগানুগা ভক্তি—রাগাত্মিকা-ভক্তিরই অনুগামিনী। ব্রজবাসি-গণের রাগাত্মিকা ভক্তিই মুখ্য। রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ বলিয়া প্রভু তৎপর রাগানুগা ভক্তির সাধন-লক্ষণ বলিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কলিযুগপাবনাবতার প্রেমদাতা প্রভুর প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্ ৷
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ৷
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সমগ্র বেদশাস্ত্রে কৃষ্ণই 'সম্বন্ধ'রূপে নিরূপিত ঃ—

"এই ত' কহিলুঁ সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার ৷
বেদশাস্ত্রে উপদেশে, কৃষ্ণ—এক সার ॥ ৩ ॥

***শ্রীসনাতন-শিক্ষা*—(২) *অভিধেয়* (কৃষ্ণভক্তি)-*বর্ণন* ;**

অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-প্রদাতা ঃ—

এবে কহি, শুন, অভিধেয়-লক্ষণ ৷
যাহা হৈতে পাই—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় ঃ—

কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ৷
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥ ৫ ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রে কৃষ্ণভক্তিই 'অভিধেয়' বলিয়া বিহিত ঃ—

মুনিবাক্য—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী ৷
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ ও স্বরূপশক্তি একাত্মা হইয়াও বিলাসার্থ পরস্পর আশ্লিষ্ট ঃ—

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ৷
'স্বরূপ-শক্তি'-রূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥ ৭ ॥

অসংখ্য বৈকুণ্ঠে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে ও ব্রহ্মাণ্ডে জীবরূপে লীলা-বিলাস ঃ—

স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা বিস্তার ৷
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহা কর্ত্তৃক কলিকালেও অতিগূঢ় ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই করুণার্ণব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

৬। মাতৃ-স্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার আরাধন-বিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেইরূপ ভগিনীস্বরূপ হইয়া উপদেশ করেন ; পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর! আপনিই যে একমাত্র শরণ, ইহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।

৮-১৫। স্বাংশ-রূপে—অর্থাৎ চতুর্ব্যূহ ও তদবতার-রূপে। স্বাংশ-অবস্থায় কৃষ্ণের স্ব-স্বরূপত্ব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। জীব—

অনুভাষ্য

১। কলৌ (ধর্ম্মরহিতে তর্কাশ্রিতবিবাদময়ে যুগে) অপি যেন (মহাপ্রভুণা) অতিগূঢ়া (ধর্মবহুলে সত্যত্রেতাদ্বাপরযুগে সদ্ধর্ম্মজ্ঞৈরপ্যজ্ঞাতা) ইয়ং ভক্তিঃ (হেতুরহিতা কৃষ্ণসেবা) প্রকাশিতা (সাধারণ্যে প্রচারিতা), তং করুণার্ণবং (জীবদয়া-সাগরং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবম্ অহং বন্দে।

৬। মাতা (মাতৃবৎ হিতাভিলাষিণী জীবপালয়িত্রী) শ্রুতিঃ পৃষ্টা (জিজ্ঞাসিতা সতী) ভবদারাধনবিধিং (কৃষ্ণসেবাং) দিশতি (আজ্ঞাপয়তি) ; যথা মাতুঃ (শ্রুতেঃ) বাণী (কথা), তথা ভগিনী (শ্রুতিমাতৃ-লাল্যা) স্মৃতিঃ অপি বক্তি (প্রকাশয়তি, কৃষ্ণভক্তিং কথয়তি) ; পুরাণাদ্যাঃ (পুরাণাগমাদয়ঃ) যে বা সহজনিবহাঃ (সহোদরাঃ), তে (অপি) তদনুগাঃ (মাতৃভগিন্যোঃ অনুগামিনঃ সন্তঃ কৃষ্ণভক্ত্যুপদেশপরাঃ) ; অতঃ হে মুরহর (মুরারে,) ভবান্ এব [মম] শরণম্ [ইতি] সত্যং [ময়া] জ্ঞাতম্।

৭। কৃষ্ণ—অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। শক্তি ও শক্তিমান্—অভেদতত্ত্ব। ভ্রান্তিক্রমে 'শক্তি'-শব্দে কেহ যেন জীবের স্বরূপাবরণী মায়া-শক্তিকেই না বুঝেন। যে-শক্তি কৃষ্ণস্বরূপের সেবায় কেবলমাত্র নিযুক্তা, সেই স্বরূপশক্তি—মায়াশক্তি হইতে পৃথক্। স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপশক্তিমান্ কৃষ্ণ অভিন্নভাবে অবস্থিত।

স্বাংশ-বিলাস চতুর্ব্ব্যূহ ও অবতারগণ—কৃষ্ণস্বরূপ বা শক্তিমত্তত্ত্ব ; জীব—বিভিন্নাংশ বা শক্তিতত্ত্ব ঃ—

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥ ৯ ॥

দ্বিবিধ জীব ঃ—

সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্য-সংসার' ॥ ১০ ॥

(১) নিত্যমুক্তের চরিত্র ঃ—

'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥ ১১ ॥

(২) নিত্যবদ্ধ জীবের চরিত্র ঃ—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
'নিত্যসংসার', ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণবিমুখতার ফল বা শাস্তি ঃ—

সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥ ১৩ ॥

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥ ১৪ ॥

উদ্ধারের উপায় ঃ—

তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥ ১৫ ॥

শরণাগতের প্রার্থনা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।২।২৫)—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥ ১৬ ॥

ভক্তিই নিরপেক্ষ অভিধেয় এবং কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি ভক্তি-সাপেক্ষ ঃ—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥ ১৭ ॥

ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির নিষ্ফলতা ঃ—

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহার বিভিন্নাংশরূপ। জীবও কৃষ্ণের শক্তিমধ্যে পরিগণিত। জীব দুইপ্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যসংসার (বদ্ধ)। নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনই মায়াসম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া 'কৃষ্ণ-পারিষদ'-নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণসেবাসুখই তাঁহাদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীবসকল কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারে স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করেন ;—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষের জন্য মায়া-পিশাচী তাহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গ-আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহা-দিগকে বড়ই জর্জ্জরিত করে; তাহারা কামক্রোধাদি ষড়ূর্ম্মির বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর লাথি খাইতে থাকে ;—ইহাই জীবের রোগ। সংসারে উপর্য্যধঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখনও সাধুবৈদ্য লাভ করে, তবে তাঁহার উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায় এবং জীবও কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করে।

১৬। হে ভগবন্, কামাদির কতপ্রকার দুষ্ট আদেশই আমি (কতপ্রকারে) পালন করিয়াছি! তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা (হইল না) এবং আমার লজ্জারও উপশান্তি হইল না! হে যদুপতে, আপাততঃ আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্বুদ্ধি লাভ করত তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

১৭-১৮। শাস্ত্রে অনেকস্থলে কর্ম্মকে, অনেকস্থলে যোগকে এবং অনেকস্থলে জ্ঞানকে 'অভিধেয়' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন; তথাপি সর্ব্বত্র ভক্তিকেই সর্ব্বপ্রধান 'নিত্য অভিধেয়' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণভক্তিই পরম-পুরুষার্থ (প্রেম)-লাভের একমাত্র প্রধান অর্থাৎ 'সাক্ষাৎ' অভিধেয় ; কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের যে অভিধেয়ত্ব, তাহা—'গৌণ' ; কেননা, ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়াই তাহাদের ফলাদি যাহা কিছু প্রদান ঘটে ; ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান কোন ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলেই কর্ম্ম ও হঠ-যোগ ভুক্তি-ফল এবং জ্ঞান ও রাজ-যোগ মুক্তি ও সিদ্ধি-ফল দিতে পারে।

অনুভাষ্য

১৬। কামাদীনাং (কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাদীনাং) দুর্নিদেশাঃ (দুষ্টাঃ আদেশাঃ) কতিধা (প্রকারাঃ) ময়া কতি ন পালিতাঃ (অপি তু পালিতা এব) ; তেষাং (কামাদিরিপূণাং) ময়ি করুণা (দয়া) ন, ত্রপা (মমাপি লজ্জা) ন, উপশান্তিঃ (মম তদ্‌বিসর্জ্জনেচ্ছাপি) ন চ জাতা। অথ (অনন্তরং) হে যদুপতে, সাম্প্রতম্ (ইদানীং) তান্ (কামাদীন্) উৎসৃজ্য (রিপু-পারবশ্যং ত্যক্ত্বা) লব্ধবুদ্ধিঃ (অভিজ্ঞঃ সন্) অভয়ম্ (অকুতোভয়ং) ত্বাং শরণম্ আয়াতঃ (প্রাপ্তঃ) ; মাম্ আত্মদাস্যে (নিজকৈঙ্কর্য্যে) নিযুঙ্ক্ষ্ব (নিয়োজয়)।

ভক্তিবিহীন শুষ্কজ্ঞান বা নিষ্কাম কর্ম্মেরও ব্যর্থতা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১২)—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে না চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥১৯

কৃষ্ণার্পণ বিনা যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড—সংসারজনক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৪।১৭)—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥২০

ভক্তিবিহীন জ্ঞান মুক্তিপ্রদ নহে ; মুক্তি—ভক্তির দাসী ঃ—

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥ ২১ ॥

ভক্তিমার্গেই একমাত্র নিত্যকল্যাণ, তদ্ব্যতীত শুষ্কজ্ঞানে বৃথা পরিশ্রমই সার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ২২ ॥

ভগবৎপ্রপন্নেরই মায়া-মুক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯। নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মলজ্ঞানই যখন অচ্যুতভক্তি-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন সর্ব্বদা অভদ্র-স্বভাব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে নিষ্কাম হইলেও কিরূপে শোভা পাইবে?

২০। তপস্বিসকল, দানপর ব্যক্তিসকল, যশস্বিব্যক্তিগণ, মনস্বিগণ, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম সুমঙ্গল হইলেও, যাঁহাকে অর্পণ না করিলে কিছুতেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, সেই সুভদ্রশ্রবা ভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

২১। "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ" এই শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানই মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটু গূঢ় কথা আছে ;—ভক্তির আশ্রয়েই জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তির উদয় হইলে কোন জ্ঞানচেষ্টা না করিলেও সেই মুক্তি আপনি উপস্থিত হয়।

অনুভাষ্য

১৯। শ্রীব্যাসদেব বহু তপস্যানুষ্ঠান ও সর্ব্বশাস্ত্র প্রণয়নাদি-সত্ত্বেও আত্মপ্রসাদলাভে বঞ্চিত হইয়া সরস্বতী-নদীতীরে অপ্রসন্নচিত্তে মনে মনে নানা তর্কবিতর্ক ও খেদ করিতে থাকিলে তাঁহার অন্তর্যামী গুরুদেব শ্রীনারদগোস্বামী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার নিকট আত্মপ্রসাদাভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীনারদ কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি সকল পন্থা অপেক্ষা শুদ্ধহরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অচ্যুতভাববর্জ্জিতম্ (অচ্যুতে কৃষ্ণে ভাববর্জ্জিতম্ অনু-কূলানুশীলনবিহীনং চেৎ) নিরঞ্জনং (নিরুপাধিকং নির্ম্মলমিতি যাবৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যং (ফলভোগরাহিত্যম্ অপি) জ্ঞানম্ অলম্ (অত্যর্থং) ন শোভতে (সম্যক্ মোক্ষায় ন কল্পতে) ; পুনঃ তথা শশ্বৎ (সর্ব্বসময়ে সাধনকালে প্রাপ্তিকালে চ অতএব) অভদ্রং (দুঃখাত্মকং) যৎ চ অকারণং কর্ম্ম (প্রবৃত্তিপরং কাম্য যদ্যপি নিবৃত্তিপরম্ অকাম্যং তচ্চাপি কর্ম্ম) ঈশ্বরে (বিষ্ণৌ) ন অর্পিতং (নোদ্দিষ্টং সৎ) কুতঃ [শোভতে? নৈব হীতি ভাবঃ]।

২০। পরীক্ষিৎ মায়াধীশ শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদি লীলাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশুকদেব শ্রীহরির ও তদীয় সেবার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন,—

তপস্বিনঃ (তপোনিরতাঃ জ্ঞানিনঃ) দানপরাঃ (বদান্যাঃ) যশস্বিনঃ (কীর্ত্তিমন্তঃ) মন্ত্রবিদঃ (নিগমাগমবিদঃ) সুমঙ্গলাঃ (সদাচারাঃ) যদর্পণং (যস্মিন্ শ্রীহরৌ পূর্ব্বোক্ত-তপআদিনা স্ব-স্ব-প্রাপ্যফলসমর্পণং) বিনা (ঋতে) ক্ষেমং (কল্যাণং) ন বিন্দন্তি (ন প্রাপ্নুবন্তি), তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে (মঙ্গলকীর্ত্তিবিগ্রহায় ভগবতে শ্রীহরয়ে) নমো নমঃ।

২১। কেবল-জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তিরহিত সম্বিদ্বৃত্তির অনুভব জীবকে জড়বন্ধ হইতে মোচন করিতে পারে না। যতই কেননা জীব অতন্নিরসন করুন, কৃষ্ণস্বরূপের অজ্ঞানতাক্রমে অহংগ্রহো-পাসনা প্রবল হইয়া অধঃপতিত হন। জ্ঞানানুশীলন না করিয়াও জীব কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইলে জ্ঞানফল জড়বন্ধ হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া কৃষ্ণস্বরূপানুভব প্রাপ্ত হন। "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন ন ফলতি দিব্য-কিশোরমূর্ত্তিঃ। মুক্তিঃ

জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু ঃ—

'কৃষ্ণ-নিত্যদাস'—জীব, তাহা ভুলি' গেল ।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ ২৪ ॥

উদ্ধারলাভ ও প্রয়োজনপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ঃ—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ২৫ ॥

ভক্তিবিহীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে নিরয়-লাভ ঃ—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥ ২৬ ॥

দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উৎপত্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২-৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ২৭ ॥

ভক্তির প্রতিকূল অদৈব-বর্ণাশ্রমীর নিরয়লাভ ঃ—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য

স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ।।"* (কর্ণামৃতে)।

২২। গোবৎস-হরণ-ফলে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাগত হইয়া স্তব করিতেছেন,—

হে বিভো (ভগবন্), যে (জনাঃ আরোহবাদি-তর্কপন্থিনঃ) শ্রেয়ঃসৃতিং (শ্রেয়সাং অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সৃতিং সরণং মার্গ-ভূতাং) তে (তব) ভক্তিং (শুদ্ধভজনম্) উদস্য (ত্যক্ত্বা) কেবল-বোধলব্ধয়ে (ভক্তিরহিতজ্ঞানমাত্র-প্রাপ্তয়ে) ক্লিশ্যন্তি (বৈরাগ্য-তপঃ-ক্লেশাদিকং স্বীকুর্ব্বন্তি), তেষাং (নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদি-শুষ্ক-জ্ঞানিনাং) যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং (শস্যান্তঃকণহীনান্ স্থূল-ধান্যাভাসান্ তুষান্ অবঘ্নতাং যথা ব্যর্থশ্রমঃ এব ভবতি, তথা) অসৌ (শাস্ত্রাভ্যাস-ষট্ক-সাধনাদিজনিতঃ) ক্লেশলঃ (ক্লেশঃ ব্যর্থশ্রমঃ) এব শিষ্যতে (অবশিষ্যতে) ন অন্যৎ (তেষাং ন কিঞ্চিৎ তদিতরং ফলম্—তেষাং জ্ঞানপ্রাপ্তিরপি দুর্ল্লভা এবেত্যর্থঃ)।

২৩। মধ্য, ২০শ পঃ ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৪। 'জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই সত্য বিস্মৃত হওয়াতেই মায়া জীবকে নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করিয়া ত্রিগুণ-শৃঙ্খলে গলদেশে আবদ্ধ করিলেন। তাহাতে বদ্ধজীবের ভোগবাসনারূপ মায়িক শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট হইল।

২৫। গুরুসেবা ও কৃষ্ণভজনবলেই বদ্ধজীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন।

২৬। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিজ-নিজ বর্ণধর্ম্ম সুষ্ঠু-ভাবে পালন করিয়াও, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী নিজ নিজ আশ্রম-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াও যদি কৃষ্ণ-ভজন না করে, তাহা হইলে তাহারা প্রাকৃত অভিমান-বশে উচ্চতা লাভ করিয়াও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে রৌরবে অবশ্যই পতিত হয়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। ব্রহ্মার মুখ হইতে 'ব্রাহ্মণ', বাহু হইতে 'ক্ষত্রিয়', উরু হইতে 'বৈশ্য' ও পদ হইতে 'শূদ্র',—এই চারিবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমের সহিত এবং স্বীয় বর্ণগত গুণের সহিত জন্মিয়াছিলেন।

২৮। এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা স্বীয় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ভজন না করিয়া, নিজ নিজ বর্ণাশ্রমাহঙ্কারে তাঁহার ভজনে অবজ্ঞা করে, তাঁহারা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন।

অনুভাষ্য

অপ্রাকৃত ভক্তির অনুশীলন ব্যতীত বিষয়ী বর্ণাশ্রমীর কোনই মঙ্গল নাই।

২৭। বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে গিয়া বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ বর্ণন করিতেছেন ; 'হরিভজন-বিমুখ গোদাসগণের গতি কি?'—মহারাজ নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমস-ঋষি নিম্নস্থ শ্লোকদ্বয়ে ভক্ত্যনুকূল দৈব-বর্ণাশ্রম-সৃষ্টি ও তদ্ব্যভি-চারীর দুরবস্থা বর্ণন করিতেছেন,—

পুরুষস্য (ভগবতঃ বৈরাজস্য ব্রহ্মণঃ) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ গুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণৈঃ) আশ্রমৈঃ (ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থ-ভিক্ষুকাশ্রমচতুষ্টয়ৈঃ) সহ পৃথক্ বিপ্রাদয়ঃ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বৈশ্যশূদ্রাঃ) চত্বারঃ বর্ণাঃ জজ্ঞিরে।

২৮। এষাং-(বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থ-যতীনাং মধ্যে) যে (জনাঃ) সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবম্ (আত্মনঃ প্রভবঃ জন্ম প্রাকট্যং বা, যস্মাৎ তম্) ঈশ্বরম্ [অজ্ঞাত্বা কৃতঘ্নাঃ সন্তঃ] ন ভজন্তি, অবজানন্তি (জ্ঞাত্বাপি বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদা-মদভরেণ কৃষ্ণ-ভজনস্যাবশ্যকতা নাস্তীতি মন্যমানাঃ দ্বিষন্তি), [তে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-বিহীনাঃ] স্থানাৎ (স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমাৎ) ভ্রষ্টাঃ (সন্তঃ) অধঃপতন্তি (নিরয়ং যান্তি) ; [যতঃ প্রাকৃতবর্ণাশ্রমধর্ম্মাঃ অনিত্যাঃ কালক্ষুব্ধশ্চ তাৎকালিক-ফলোপযোগী অসচ্ছব্দ-বাচ্যশ্চ]।

** হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তোমার অপ্রাকৃত কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হন। তৎকালে মুক্তি স্বয়ং কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদিগের সেবারতা হন এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সেবার নিমিত্ত আদেশকাল প্রতীক্ষা করেন।*

ভক্তিশূন্য মুক্তাভিমানী জ্ঞানীও সমল-মনোধর্ম্মী,
শুদ্ধভক্তই নির্ম্মল আত্মধর্ম্মী ঃ—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে ।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণভক্তিবিহীন শুষ্কজ্ঞানীর অধোগতি-লাভ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩০

কৃষ্ণদর্শনে মায়া-দর্শন নাই, মায়াদর্শনে কৃষ্ণদর্শন নাই ঃ—

কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার ।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ ৩১ ॥

মায়া-চেটী স্বীয় প্রভুর সম্মুখে থাকিতে লজ্জিতা,
আবার প্রভুবিমুখ জনকে বিবর্ত্তবুদ্ধি
দিয়া কারাবদ্ধকারিণী ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৫।১৩)—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া ।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ৩২ ॥

আত্মনিবেদনকারী সম্বন্ধজ্ঞানলব্ধ সাধকের
অনর্থনিবৃত্তি ঃ—

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার ।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥ ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। মায়াবাদ প্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আপনাকে আপনি 'জ্ঞানী' বলিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি বিনা বুদ্ধি শুদ্ধা হয় না।

৩০। হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করত অধঃপতিত হয়।

৩২। কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে মায়া বিলজ্জমানা হয় ; সেই মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি' 'আমার' এইপ্রকার বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করিয়া থাকে।

অনুভাষ্য

২৯। যদিও জ্ঞানী মনে করিতে পারেন,—'আমি জীবদ্দশায় সংসার-বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছি', তথাপি কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অহংগ্রহোপাসনায় বুদ্ধি শুদ্ধ হইতে পারে না ; যেহেতু মুক্তিকামী আপনার বদ্ধ-অবস্থা জানিয়া তাহা হইতে মোচন এবং মুক্ত-অবস্থা জানিয়া তদতিরিক্ত দৃশ্যবস্তুতে বদ্ধ মনে করেন, সুতরাং এরূপ অনিত্য ভাবসমূহের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

৩০। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারস্থিতা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ 'গর্ভস্তোত্র'-নামে প্রসিদ্ধ স্তবে ভগবান্‌কে স্তুতি করিতেছেন,—

হে অরবিন্দাক্ষ (পদ্মপলাশলোচন,) অন্যে (অভক্তাঃ জনাঃ) যে বিমুক্তমানিনঃ (বিমুক্তাঃ—জ্ঞানিনঃ বয়মিতি মন্যমানাঃ) ত্বয়ি (ভগবতি) অস্তভাবাৎ (অস্তঃ নিরস্তঃ অতএব অসন্ যঃ ভাবঃ তস্মাৎ, ভক্তেরভাবাৎ তদনুশীলনরাহিত্যাৎ) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (ন বিশুদ্ধা বুদ্ধিঃ যেষাং তে তথা, মুক্তিপিশাচীং বহুমন্যমানাঃ জ্ঞান-জনিত-কৈতব-কল্মষকষায়-দুষ্টমতয়ঃ ইত্যর্থঃ) কৃচ্ছ্রেণ (বহুজ্ঞান-বৈরাগ্যাভ্যাসবিধিনা) পরং পদং (মোক্ষসন্নিহিতমিতি স্বামিচরণাঃ, মোক্ষপীঠাদব্যবহিতপ্রদেশম্) আরুহ্য (অধিরুহ্য) অনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (ন আদৃতৌ যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈঃ তে, তব পাদপদ্মনিত্য-সেবয়াঃ অনাদরেণ অপরাধবশাৎ কৃষ্ণকৃপারজ্জুবিচ্ছিন্নাঃ সন্তঃ) ততঃ (পরমোচ্চজ্ঞানাখ্য-পীঠপ্রান্তাৎ) অধঃ পতন্তি (অজ্ঞানান্ধ-কারে সংসার-তমিস্রে নিমজ্জন্তি)।

৩১। ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে লিখিত আছে যে, "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসঃ যথা তমঃ।।" আলোক থাকিলে যেরূপ অন্ধকার থাকে না, তদ্রূপ জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলে মায়িক বাসনার হস্ত হইতে মুক্ত হয়। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে মায়া গ্রাস করে।

৩২। এইখানে পাঠান্তরে (ভাঃ ২।৭।৪৭) শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্। শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।। তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।।" 'বৃহৎ নির্ব্বিকল্প-ব্রহ্ম' বলিয়া মুনিগণ যে বস্তুকে জানেন, তাহাই পরম-পুরুষ ভগবানের প্রথম প্রতীতি-স্বরূপ। ঐ ব্রহ্ম অজস্রসুখবিশিষ্ট, বিশোক, নিত্যপ্রশান্ত, ভেদশূন্য, অভয়, জ্ঞানৈকরস, শুদ্ধ, বিষয়-করণ-সঙ্গশূন্য, পরমাত্মতত্ত্ব, উৎপত্ত্যাদি চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফল-প্রকাশক ; কর্ম্মকাণ্ডীয়-শব্দ-ব্যাপার তাঁহার বোধক হইতে পারে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। যাঁহারা প্রত্যহ কেবল মুখে অভ্যাসক্রমে "কৃষ্ণ আমি তোমার" এই কথা বারম্বার বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা সহৃদয় (সরল) নয় ; কিন্তু যিনি একবারও সহৃদয়ে (কায়মনোবাক্যে) "হে কৃষ্ণ, আমি—তোমার দাস" এই কথা বলেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ মায়াবন্ধ হইতে পার করেন।

অনুভাষ্য

পরম দয়ালু কৃষ্ণের আশ্বাসবাণী ঃ—

হরিভক্তিবিলাসে (১১।৩৩৭)-ধৃত শ্লোক, রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে (১৮।৩৩) বিভীষণ-সহ মিলন সম্বন্ধে সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রবচন—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ ৩৪ ॥

সকাম অশান্ত পুরুষের নিরন্তর ভজনফলে শান্তি-লাভ ঃ—

মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৩৫ ॥

বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই কৃষ্ণভজন বিধেয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্ ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪। আমার ব্রত এই যে, যদি কেহ প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া একবারও "তোমার আমি" এই কথা বলিয়া আমার অভয় যাজ্ঞা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা সর্ব্বদা দিয়া থাকি।

৩৫। দুর্ব্বাসনা-দুঃসঙ্গক্রমে জীবের মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি-কাম উদিত হয়। যদি কোন সৎসঙ্গে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তবে মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাঢ় শুদ্ধভক্তিযোগে কৃষ্ণকে ভজন করে।

৩৬। পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষ-কামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবা মাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তি-যোগে পরম পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।

অনুভাষ্য

না এবং মায়া তাঁহার সম্মুখিনী হইতে লজ্জা পাইয়া পলায়ন করে।

৩২। দেবর্ষি নারদ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া তদ্ব্যতীতও যে একজন স্বতন্ত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নিয়ন্তা আছেন, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মা সেই পরমাত্মা শ্রীহরির লীলা ও মায়াদ্বারা সৃষ্ট্যাদি বর্ণন করিতেছেন,—

যস্য (ভগবতঃ) ঈক্ষাপথে (নেত্রগোচরে) স্থাতুং বিলজ্জ-মানয়া (মৎকপটোঽসৌ প্রভুর্জানাতীতি লজ্জাযুক্তয়া) অমুয়া (মায়য়া) বিমোহিতাঃ (মুগ্ধাঃ) দুর্দ্ধিয়ঃ (অবিদ্যাবৃতজ্ঞানাঃ অসদ্ধিয়ঃ জীবাঃ এব কেবলং) 'মম' 'অহম্' ইতি [এতৎ] বিকত্থন্তে (আত্মানং শ্লাঘ্যন্তে) [তস্মৈ নমঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]।

৩৪। যঃ (জনঃ) প্রপন্নঃ (শরণাগতঃ সন্) তবাস্মি (ত্বয়া সহ নিত্যদাস্যসূত্রে আবদ্ধঃ ভবামি) ইতি সকৃদেব (বারমেকং) চ যাচতে (কাকুযুক্তং প্রার্থয়তে), অহং (দাশরথিঃ ভগবান্) তস্মৈ সর্ব্বদা অভয়ং দদামি,—এতৎ (এব) মম ব্রতং (প্রতিজ্ঞাতম্)।

কৃষ্ণের অহৈতুকী দয়ার পরিচয় ঃ—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ ॥ ৩৮ ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥" ৩৯ ॥

সকাম উপাসকেরও কৃষ্ণকৃপায় শুদ্ধভক্তি-কামনা বা নিষ্কামতা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥৪০

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭-৩৯। মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি-কামিগণ শুদ্ধভক্তিকামী নন; তাঁহারা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে, সাধন-ভক্তির ফল যে প্রেম, তাহা যদিও তখন তাহাদের উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা তাহাদিগকে দেন। কৃষ্ণ এই কথা বলেন যে,—'এই সম্প্রতি ভজনপ্রবৃত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়-সুখস্পৃহা ছিল এবং অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ স্বভাবগত হইয়া আছে; এ ব্যক্তি প্রেমরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়রূপ বিষের বাসনা করিয়াছে, অতএব এ ব্যক্তি বড়ই মূর্খ। এ ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে সদ্বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমি—বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, উহার পক্ষে যাহা সদসৎ, তাহা জানি, অতএব আমার স্বচরণামৃত দিয়া উহার বিষয়বিষ-পিপাসা ভুলাইয়া দিব।'

৪০। কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন, সত্য; কিন্তু যে-অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম হইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাহা ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্যকামনা-শান্তিকারী সেই নিজ-পাদপল্লব দিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

পাঠান্তরে,"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্ব-ভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।।"

৩৬। 'ম্রিয়মান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?'—পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব জীবের পক্ষে অহৈতুকী শুদ্ধকৃষ্ণ-ভক্তিই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম বলিয়া দুর্ব্বলচিত্ত কামিগণের পক্ষেও শ্রীহরির ভজনই যে বিহিত, তাহা বলিতেছেন,—

সর্ব্বকামঃ (উক্তানুক্তসর্ব্বকামনা-যুক্তঃ) মোক্ষকামঃ (মুমুক্ষুঃ) অকামঃ (একান্ত শুদ্ধভক্তঃ) বা, উদারধীঃ (সুধীঃ পুরুষঃ) তীব্রেণ

কোন কোন সকাম উপাসকের শুদ্ধভক্তীতর অসৎ কামনা থাকিলেও নিরন্তর সেবানন্দ-প্রভাবে ঐরূপ অভদ্র-নাশ হয়, তাহা হইলেও সকামভাব নিষ্কামভাবের কারণ নহে ঃ—

কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে ।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে ॥ ৪১ ॥

সকাম ধ্রুবের শ্রীহরিদর্শনে প্রার্থনা ঃ—

হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতে (৭।২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্ ।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥৪২

সুকৃতিমান্ জীব-বর্ণন ঃ—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে ।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৮।৫)—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্ ।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিত্তরতি কশ্চন ॥ ৪৪ ॥

ভক্ত্যুন্মুখীসুকৃতিফলে বদ্ধজীবের সিদ্ধি-লাভ ঃ—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় ।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণভজন অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায় এবং সে কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র বস্তু যে, কৃষ্ণভজন-প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস হইতে অভিলাষ করে।

৪২। ধ্রুবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন,—স্বামিন্, আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম ;—সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর অন্য বর যাচ্ঞা করি না।

৪৪। 'আমি অত্যন্ত অধম বলিয়া ভগবদ্দর্শন পাইব না'—আমার এরূপ আশঙ্কা—মিথ্যা। কালনদীর বেগে বাহিত হইয়া কদাচিৎ কেহ কেহ নদী পারও হইয়া যান।

৪৫। এইস্থলে 'ভাগ্য'-শব্দের অর্থ কি কেবল ঘটনামাত্র, না আর কিছু? ভক্তিশাস্ত্র সুকৃতিকেই 'ভাগ্য' বলেন। সুকৃতি তিন প্রকার—ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি, ভোগোন্মুখী সুকৃতি ও মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি। যে সমস্ত কার্য্য সংসারে শুদ্ধভক্তিজনক বলিয়া স্থির আছে, সেই সকল কার্য্য ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিকে উৎপন্ন করে ; যে-সকল কার্য্যের ফল—বিষয়ভোগ, সেইসকল কার্য্যই ভোগোন্মুখী-সুকৃতিপ্রদ ; যে-সকল কার্য্যের ফল—মোক্ষ, সেইসকল কার্য্যই মোক্ষোন্মুখী-সুকৃতিজনক। সংসার-ক্ষয়পূর্ব্বক স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধিনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হয়, তখনই ভক্ত সাধুসঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার পান এবং কৃষ্ণে তাঁহার রতি উৎপন্ন হয়।

অনুভাষ্য

(দৃঢ়েন স্বভাবতঃ এব অপ্রতিহতেন) ভক্তিযোগেন পরং (মায়াধীশং) পুরুষং (পুরুষোত্তমং) যজেত (সেবেত)।

৪০। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে দেবগণকর্ত্তৃক মানবজন্মের সর্ব্বজন্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং মানবগণের মধ্যে অবতীর্ণ শ্রীহরির ও অহৈতুকী শুদ্ধহরিভক্তির মাহাত্ম্যগান বর্ণন করিতেছেন,—

[সঃ হরিঃ কামিভিঃ] অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) নৃণাং (কামিনাং পুংসাম্) অর্থিতং (প্রার্থিতম্ অভীষ্টং দ্রব্যং) দিশতি (দদাতি ইতি) সত্যম্, [তথাপি সঃ প্রভুঃ প্রায়শঃ তেষাম্] অর্থদঃ (পরমার্থপ্রদঃ) ন [ভবত্যেব] ; যৎ (যস্মাৎ) যতঃ (দত্তাদনন্তরং সকামৈঃ পুরুষৈঃ) পুনঃ অপি অর্থিতা (কামপূরণ-প্রার্থনা) ভবতি। [তু] অনিচ্ছতাং (নিষ্কামানাং) ভজতাং (সেবকানাম্) ইচ্ছাপিধানং (ইচ্ছানাং বাসনানাং পিধানম্ আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপরিপূরকং) স্বয়ম্ এব বিধত্তে (সম্পাদয়তি)।

৪২। স্থানাভিলাষী (স্থানং পদম্ অভিলষিতুং শীলমস্য তথাভূতঃ) অহং তপসি স্থিতঃ ; হে প্রভো, কাচং বিচিন্বন্ (অন্বেষণং কুর্ব্বন্) দিব্যরত্নম্ (ইব) দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং (দেবানাং মুনীন্দ্রাণামপি গুহ্যং দুর্ল্লভং) ত্বাং প্রাপ্তবান্ ; হে স্বামিন্, অহং কৃতার্থঃ অস্মি, [অতঃ অন্যং] বরং ন যাচে (ন প্রার্থয়ে)।

৪৩। অনন্ত কৃষ্ণবিমুখজীব নিরুপায় হইয়া সংসারে উচ্চাবচ-যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন সুকৃতি উদিত হইলে, সেই ব্যক্তি মহৎপাদসেবা-প্রভাবে উত্তীর্ণ হন। নদীতে অনেক কাষ্ঠখণ্ড ভাসিয়া যায় ; প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন এক কাষ্ঠখণ্ড কূলে আসিয়া উপস্থিত হয়, অন্যগুলি জলপ্রবাহে নীত হইতে থাকে।

৪৪। দেবর্ষি নারদ কংসবধাদি কার্য্যের কথা জানাইয়া প্রস্থান করিলে, মহাত্মা অক্রূর রামকৃষ্ণকে আনিবার জন্য গোকুল যাত্রা করিয়া গমন-পথে স্বীয় কৃষ্ণদর্শন-সৌভাগ্য আলোচনা করিতেছেন,—

[এতদুত্তমশ্লোকদর্শনং মম দুর্ল্লভম্ এব মন্যে ; যদ্বা,] মৈবম্ ; অধমস্য (নীচস্যাপি) মম অচ্যুতদর্শনং স্যাৎ এব ;

সুকৃতিফলে সাধুসঙ্গ, তৎফলে ভজনপ্রবৃত্তি ও অনর্থনিবৃত্তিক্রমে সাধনের সিদ্ধি বা সাধ্য কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণপ্রসাদেই গুরুপ্রসাদ লাভ ঃ—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। হে অচ্যুত, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভব-মোচন-ফল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের যদি সৎসঙ্গ হইয়া পড়ে, তবেই সদ্গতি ও পরাবরেশ্বর-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে।

৪৭। পূর্ব্বোক্ত ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিশালী ব্যক্তির নিকট যদি কোন মহাত্মা পুরুষ উপস্থিতও না হন, তথাপি কৃষ্ণ অন্তর্যামি-গুরুরূপে তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দেন।

অনুভাষ্য

(যতঃ) কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ কশ্চন ক্বচিৎ তরতি। অয়ং ভাবঃ—যথা নদ্যাং হ্রিয়মাণানাং তৃণাদীনাং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ তরতি, তথা কর্ম্মবশেন কালেন হ্রিয়মাণানাং ক্বচিৎ জীবানামপি মধ্যে কশ্চিৎ তরেদিতি সম্ভবতীত্যর্থঃ।

৪৬। কালযবন-দৈত্য তৎপদাঘাতে নিদ্রোত্থিত মুচুকুন্দের দৃষ্টিপাতে তাঁহার দেবগণ হইতে পূর্ব্বলব্ধ-বরপ্রভাবে ভস্মীভূত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর দিতে উদ্যত হইলেন ; তখন মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

হে অচ্যুত, ভ্রমতঃ (সংসরতঃ) জনস্য যদা (ভগবদনুকম্পয়া) ভবাপবর্গঃ (ভবস্য সংসারস্য অপবর্গঃ অন্তঃ নাশঃ) ভবেৎ, (প্রাপ্তকালঃ স্যাদিত্যর্থঃ), [তদা] সৎসমাগমঃ (সাধুসঙ্গঃ) ভবেৎ, যর্হি (যদা) সৎসঙ্গমঃ হি ভবেৎ, [তদা] এব সদ্গতৌ (সর্ব্বোত্তম-জনপ্রাপ্যে নিত্যপরমপদে) পরাবরেশে (ভগবতি কৃষ্ণে) ত্বয়ি রতিঃ (ভক্তিঃ) জায়তে [ততো সংসারাৎ মুচ্যতে ইতি ভাবঃ]।

৪৮। আদি, ১ম পঃ ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

দীক্ষান্তে সম্বন্ধজ্ঞান ও অভিধেয়-ফলে অনর্থনিবৃত্তি, রুচি, আসক্তি ও প্রাপ্য-প্রয়োজন-লাভ ঃ—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল ‘প্রেম’ হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥ ৪৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিযোগী অতিরাগী বা অতিবৈরাগী নহেন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৮)—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৫০ ॥

গুরু ও বৈষ্ণব বা সাধুর কৃপাতেই অনর্থনিবৃত্তি ও শুদ্ধভক্তি-লাভ ঃ—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ‘ভক্তি’ নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥ ৫১ ॥

শুদ্ধভক্তের আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুদুর্ল্লভা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১২।১২)—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥৫২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। যদৃচ্ছাক্রমে যে পুরুষ—আমার কথাতে শ্রদ্ধাবান্, যিনি অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণও নহেন এবং অতিশয় আসক্তিযুক্তও নন, তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ প্রেমভক্তিসিদ্ধি দিয়া থাকেন।

৫২। হে রহূগণ, মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা ভগবদ্-ভক্তি তপস্যাদ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদিদ্বারা, সন্ন্যাসপালনদ্বারা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পালনদ্বারা, বেদপাঠদ্বারা অথবা জলাগ্নিসূর্য্যদ্বারা কখনই লব্ধ হয় না।

অনুভাষ্য

৫০। শ্রীউদ্ধবকে ত্রিবিধ যোগের কথা বলিতে গিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগের অধিকারী নির্ণয় করিতেছেন,—

যদৃচ্ছয়া (কেনাপি ভাগ্যোদয়েন) যঃ পুমান্ মৎকথাদৌ (ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদৌ) তু জাতশ্রদ্ধঃ, [অথচ] নির্ব্বিণ্ণঃ (অতিবিরক্তঃ ফল্গুবৈরাগ্যাশ্রিতঃ) ন, অতিসক্তঃ (সংসারে অত্যভিনিবিষ্টঃ) চ ন, অস্য (শ্রদ্ধালোর্জনস্য এব) ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ (অভীষ্টপ্রদঃ ভবতি)।

৫১। কর্ম্মকাণ্ডীয় কোন প্রাকৃত সুকৃতিদ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-ভক্তি হয় না। একমাত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-ভক্তির উদয়-সম্ভাবনা নাই ; কৃষ্ণভক্তি দূরে যাউক, প্রাকৃত-বুদ্ধিরূপ সংসার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কোন জীবেই মহত্ত্বের সম্ভাবনা হয় না। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র অপ্রাকৃত। প্রাকৃত-দর্শনে তাঁহাকে কেহ কেহ ‘প্রাকৃত’ বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত সমস্ত বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তকেই অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ও জীবের একমাত্র প্রার্থনীয়

মহৎ বা শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাতেই অনর্থ-নাশ
ও তৎফলে বিষ্ণুপদ-লাভ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৫৩॥

চেতনের ক্ষণার্দ্ধ সঙ্গফলেই জীবের চিদ্বৃত্তি কৃষ্ণসেবার
উদ্বোধন ও সাধ্যপ্রাপ্তি ঃ—

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৫৪ ॥

সাধুসঙ্গের মহিমা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১৩)—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৫৫ ॥

গীতার শিক্ষা ঃ—

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া ।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উদ্দেশেই যাবতীয় ক্রিয়া কর্ত্তব্য ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৬৪-৬৫)—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। যাবৎ মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহা অনর্থনাশক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

৫৫। ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না (অতিতুচ্ছ বিত্তবৈভবাদি-সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য)।

৫৭-৫৮। (হে অর্জ্জুন,) তুমি—আমার নিতান্ত আত্মীয়, অতএব তোমাকে তোমার হিতের জন্য সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী জানিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষু হইলেই প্রাকৃত ভোগ আর থাকে না এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাধিকার-লাভ হয়।

অনুভাষ্য

৫২। সিন্ধুসৌবীরাধিপতি রহূগণ দ্বিজবন্ধুলিঙ্গ অবধূত ভরতের মুখে তত্ত্বজ্ঞান-শ্রবণে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক দুর্ব্বোধ অধ্যাত্ম-যোগ সুবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করিতে প্রার্থনা করায়, ব্রাহ্মণ-বেষী মহাভাগবত পরমহংস ভরত রহূগণকে প্রথমে অবিদ্যার ও তদ্‌বিনাশক শুদ্ধজ্ঞানময়বিগ্রহ ভগবান্ বাসুদেবের কথা বলিয়া পরে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন করিতেছেন,—

হে রহূগণ, মহৎপাদরজোঽভিষেকং (শুদ্ধকৃষ্ণভক্তপদরেণুনা অভিষেচনং) বিনা (ঋতে) এতৎ (অপ্রাকৃতং বাসুদেবাত্মক-ভগবত্তত্ত্বং) তপসা (বানপ্রস্থধর্ম্মেণ) ন, ইজ্যয়া (বৈদিককর্ম্মণা দেবার্চ্চনেনেত্যর্থঃ) চ ন, নির্ব্বপণাৎ (যোষিৎসঙ্গরাহিত্যাৎ সন্ন্যাসাৎ ইত্যর্থঃ) ন, গৃহাৎ (যোষিৎসঙ্গমূলকগৃহমেধ-যজ্ঞ-চালনাৎ) বা ন, ছন্দসা (বেদাভ্যাসেন) ন, জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ (তত্ত্ব-দুপাসিতৈঃ) ন যাতি (ন প্রাপ্নোতি) এব।

৫৩। দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রহ্লাদোপাখ্যান বর্ণন করিতেছেন। মহাভাগবত প্রহ্লাদ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নোত্তরে বিষ্ণুর নববিধা ভক্তিকেই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য ও শিক্ষারূপে বর্ণন করায়, হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্র ষণ্ডামর্ককে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিলেন। তখন ষণ্ডামর্ক প্রহ্লাদের স্বাভাবিকী মতিকেই তাঁহার বিষ্ণুভক্তির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া স্বীয় দোষ ক্ষালন করিলে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাঁহার ঐরূপ বৈষ্ণবী মতির কারণ বর্ণন করিতে বলায় প্রহ্লাদ তৎসম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী গৃহব্রতগণের বন্ধন ও মোচনের উপায় বলিতেছেন,—

নিষ্কিঞ্চনানাং (নিরস্তসকলবিষয়াভিমানানাং) মহীয়সাং (মহত্তমানাং বৈষ্ণবানাং) পাদরজোঽভিষেকং (পদরজসা অভিষেচনং লেপনং) যাবৎ ন বৃণীত (কুর্ব্বীত), তাবৎ [শ্রুতিবাক্যতো জ্ঞাতোঽপি] এষাং (গৃহব্রতানাং) মতিঃ (প্রবৃত্তিঃ) উরুক্রমাঙ্ঘ্রিম্ (উরুক্রমস্য পদং) ন স্পৃশতি (ন প্রাপ্নোতি অসম্ভাবনাদিভি-র্বিহন্যতে ইত্যর্থঃ) ; অনর্থাপগমঃ (অনর্থস্য অসদবগ্রহস্য, তৎ-পদস্পর্শবিঘ্নস্য সংসারস্যেত্যর্থঃ অপগমঃ বিনাশঃ) যদর্থঃ (যস্যাঃ অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যাঃ মতেঃ অর্থং ফলং মহদনুগ্রহাভাবান্ন তত্ত্বনিশ্চয়ঃ নাপি মোক্ষস্তেষামিত্যর্থঃ)।

৫৪। লব—নিমেষকাল ১১।০ সওয়া এগার লবে এক সেকেণ্ড।

৫৫। শৌনকাদি ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডে আপনাদিগের ব্যর্থ পরিশ্রম উল্লেখ করিয়া মহাভাগবত হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সূতের সঙ্গ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন,—

(হে সূত,) ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবৎসঙ্গী হরিজনঃ তস্য সঙ্গস্য) লবেন (অত্যল্পক্ষণেন) অপি স্বর্গম্ (আদর্শসুখভোগ-স্থানং) ন তুলয়াম (তুল্যং ন পশ্যাম), অপুনর্ভবং (মোক্ষং বা) ন [তুলয়াম] ; মর্ত্ত্যানাং (প্রাকৃতদেববিপ্ররাজন্যাদীনাম্) আশিষঃ (অতিতুচ্ছাঃ বিত্ত-বৈভবাদ্যাঃ) কিমুত (কিং বক্তব্যং, নৈব তুলয়া-মেত্যর্থঃ)।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৫৮ ॥

পূর্ব্বে কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির অভিধেয়ত্ব কথিত হইলেও, সর্ব্বশেষ আজ্ঞা কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয় ও বিধি ঃ—

পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ।
সব সাধি' অবশেষে এই আজ্ঞা—বলবান্ ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন-চেষ্টা ঃ—

এই আজ্ঞাবলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি হয় ।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৬০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৬১ ॥

শ্রদ্ধার সংজ্ঞা ঃ—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণ-পূজনেই সকল পূজা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।১৪)—

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥৬৩॥

ভক্তির অধিকারী (ত্রিবিধ ভক্তাধিকার) নির্ণয় ও ভেদ ঃ—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥ ৬৪ ॥

(১) উত্তম-অধিকারীর সংজ্ঞা ঃ—

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর ।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উপদেশ দিতেছি ;—তুমি মন্মনা, মদ্ভক্ত ও মদ্যাজী এবং আমার শরণাগত হও, তাহা হইলেই আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। তুমি—আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য আমার এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য তোমাকে বলিলাম।

অনুভাষ্য

৫৭-৫৮। হে অর্জ্জুন, মে (মম) সর্ব্বগুহ্যতমম্ (অত্যন্ত-গোপ্যং) পরমং বচঃ (বাক্যং) ভূয়ঃ (পুনঃ) শৃণু ; (যতঃ) মে (মম) দৃঢ়ম্ (অত্যন্তম্) ইষ্টঃ (প্রিয়তমঃ) অসি, ততঃ (তস্মাদ্ধেতোঃ) তে (তব) হিতং (মঙ্গলং) বক্ষ্যামি (কথয়ামি)—[ত্বং] মন্মনা (মচ্চিত্তঃ) মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজনশীলঃ) মদ্যাজী (মদর্চ্চনশীলঃ) ভব, মাম্ (অন্যপ্রাকৃতদেবাদীন্ পরিত্যজ্য অপ্রাকৃতং মাং কৃষ্ণরূপম্ এব) নমস্কুরু [এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদাৎ শুদ্ধভক্ত্যা] মাম্ এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) [অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ] ; ত্বং হি মে প্রিয়ঃ অসি, (অতঃ) সত্যং (যথা ভবতি এবং) তে (তুভ্যম্) অহং প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞাং করোমি)।

৬১। মধ্য, ৯ম পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬২। সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে 'শ্রদ্ধা' কহে ; কৃষ্ণের সেবা করিলে প্রাকৃত-রাজ্যে যাবতীয় পিতৃভূতদেব-ঋণ-শোধনাদি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। কর্ম্ম,—বদ্ধজীবের ভোগপর অনুষ্ঠানমাত্র ; ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে কর্ম্মফল-জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। কর্ম্মফলের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমলভ্য-বস্তু 'বৈরাগ্য' সর্ব্বদাই ভক্তে আনুষঙ্গিকরূপে অবস্থিত।

৬৩। প্রজাপতি দক্ষের পুত্র প্রচেতাগণ স্বীয় গুরুদেব দেবর্ষি শ্রীনারদকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীহরির কথা কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করায় শ্রীনারদ সর্ব্বভূতাত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। 'কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্মই কৃত হয়'—এই সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে ভক্ত্যধিকারদায়িনী 'শ্রদ্ধা' বলে।

৬৩। যেরূপ তরুর মূলে জল সেচন করিলে, সেই তরুর স্কন্ধ, ভুজ, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তি লাভ করে এবং প্রাণের তৃপ্তিতেই যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায়।

৬৪-৬৮। পূর্ব্বোক্তমতে যাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনিই ভক্তির অধিকারী। সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ—'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'কনিষ্ঠ'ভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে দক্ষ হইয়া দৃঢ়-

অনুভাষ্য

যথা তরোঃ (বৃক্ষস্য) মূলনিষেচনেন (পাদদেশে জল-প্রক্ষেপেণ) তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ (স্কন্ধাদিপত্রপুষ্পাদ্যন্তানি সর্ব্বাণি বৃক্ষাঙ্গানি) তৃপ্যন্তি [ন তু মূলসেকং বিনা তাঃ স্ব-স্বনিষেচনেন], যথা প্রাণোপহারাৎ (প্রাণস্য উপহারঃ ভোজনং তস্মাৎ) ইন্দ্রিয়াণাং চ তৃপ্তিঃ [ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনেন], তথা অচ্যুতেজ্যা (ভগবতঃ বিষ্ণোঃ অর্চ্চনম্) এব সর্ব্বার্হণং (সকল-দেবতারাধানং, ন হি পৃথগুপাসনায়ামাবশ্যকতাস্তীত্যর্থঃ)।

৬৪। শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ বাস্তববস্তু নিত্যসত্য পরমার্থ কৃষ্ণে সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক-বিশ্বাসবিশিষ্ট ব্যক্তিই কেবল ভক্তির অধিকারী। ভক্তের বিশ্বাসের নিশ্চয়াত্মক দার্ঢ্যের তারতম্যেই অধিকারে উত্তমত্ব, মধ্যমত্ব ও কনিষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

৬৫। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ বৈধীভক্তি-বর্ণনে ১১ শ্লোকে) শ্রীরূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ। প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স

(২) মধ্যম-অধিকারীর সংজ্ঞা ঃ—

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্ ।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্ ॥ ৬৬ ॥

(৩) কনিষ্ঠ-অধিকারীর সংজ্ঞা ঃ—

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন ।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম' ॥ ৬৭ ॥

ভক্তির তারতম্য কথন ঃ—

রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তি—তর-তম ।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রদ্ধ হইয়াছেন, তিনি—'উত্তমাধিকারী', যিনি দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান্, তিনি—'মধ্যমাধিকারী' ; যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই, তিনি 'কনিষ্ঠাধিকারী'। এই ত্রিবিধ বিভাগ-দ্বারা ভক্তলোকের বিভাগ হইল, কেবল এরূপ নয়, শুদ্ধভক্তির অধিকারী ব্যক্তিরও বিভাগ হইল। 'কনিষ্ঠশ্রদ্ধ' কেবল 'কৃষ্ণভক্তি ভাল'—এইটুকু বিশ্বাস করেন ; কিন্তু শুদ্ধভক্তি যে কি, এবং ভক্তির তটস্থলক্ষণদ্বারা সিদ্ধ প্রক্রিয়া যে কি, তাহা জানেন না। এইজন্য কোমলশ্রদ্ধদিগের হৃদয়ে জ্ঞান-কর্ম্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায় ; সেইটুকু তিরোহিত হইলেই সাধক 'মধ্যমাধিকারী' হন। আবার সেই মধ্যমাধিকারগত শ্রদ্ধা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা যখন দৃঢ়ীকৃত হয়, তখন তিনি 'উত্তমাধিকারী' হইবেন। এই পর্য্যন্ত ভক্তির অধিকার নির্ণীত হইল ; এখন ভক্তদিগের বিভাগ করিতেছেন ;—রতি ও প্রেমের তারতম্যে 'ভক্ত', 'ভক্ততর' ও 'ভক্ততম',—এইরূপ ত্রিবিধ বিভাগ।

অনুভাষ্য

ভক্তাবুত্তমো মতঃ।।" 'ভক্তিশাস্ত্রে দক্ষ এবং তদিতরমার্গ-নিরসনে দৃঢ়যুক্তিপটু,—এরূপ প্রৌঢ়শ্রদ্ধব্যক্তিই ভক্তগণের মধ্যে 'উত্তম-অধিকারী'।

৬৬-৬৭। ঐস্থলে ১২ শ্লোকে শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন যে, —"যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ। যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।।" মধ্যমভক্ত শ্রদ্ধাবান্ হইলেও শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্যে তাদৃশ কুশল নহেন এবং যিনি কোমলশ্রদ্ধ, তিনিই কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠাধিকারী অভক্তগণের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মে কোমলশ্রদ্ধা হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন। মধ্যমাধিকারী শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্যদ্বারা অভক্তসঙ্গের কুফল হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে না পারিলেও শাস্ত্রাদি ও হরিজন-সঙ্গ-প্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করেন। অভক্তসঙ্গ কিছুতেই উত্তমাধিকারীর শ্রদ্ধার হানি করিতে পারে না। শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অধিকার উন্নত হয়।

উত্তমাধিকারী বা মহাভাগবতের লক্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫-৪৭)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৬৯ ॥

মধ্যমাধিকারীর লক্ষণ ঃ—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৭০ ॥

কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ ঃ—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়লোকে কৃপা এবং বিদ্বেষিলোকের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি—'মধ্যম ভক্ত'।

৭১। যিনি লৌকিক ও পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তজনকে পূজা করেন না, তিনি—'প্রাকৃতভক্ত' অর্থাৎ ভক্তিপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে 'ভক্তপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস' এইসকল শব্দে উক্তি করা যায়।

৬৯-৭১। তাৎপর্য্য এই যে, যখন ঈশ্বরের প্রতি 'প্রেম', ভক্তের প্রতি 'মৈত্রী', মূঢ়জনের প্রতি 'কৃপা' এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষীকে 'উপেক্ষা' করিতে সহমান, তখন তিনি শুদ্ধভক্তরূপে 'মধ্যমভক্তের' মধ্যে পরিগণিত হন। পরে ভজন করিতে করিতে যখন তাঁহার সর্ব্বভূতে স্বীয়সম্বন্ধে ভগবদ্ভাব এবং আত্মস্বরূপ ভগবৎপদার্থে সমস্ত ভূতের বর্ত্তমানতায় দৃষ্টি পড়ে, তখন তাঁহার ঈশ্বর, তদধীন ব্যক্তি, বালিশ এবং বিদ্বেষীর প্রতি ভেদভাব থাকে না ; সেই অবস্থায় তিনি 'ভাগবতোত্তম' হন।

অনুভাষ্য

৬৮। অজাত-রুচি বৈধভক্তের শ্রদ্ধার পরিমাণানুসারে রতির (জাতরুচি-ভক্তের শ্রদ্ধাকেই 'রতি' বলে) তারতম্য হয়। রতির তারতম্যভেদে প্রেমভক্তিরসের তারতম্য। একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদ্-উদ্ধব-সংবাদে ভক্তের অধিকার লিখিত হইয়াছে।

৬৯। মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭০। বসুদেবকে শ্রীনারদ ভাগবতধর্ম্ম-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বিদেহ-রাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ বর্ণন করিতেছেন। নিমি ত্রিবিধ ভক্ত বা ভাগবতের লক্ষণ ও আচরণ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম হবি-ঋষি কহিলেন,—

যঃ ঈশ্বরে (ভগবতি কৃষ্ণে) প্রেমাণং করোতি, তদধীনেষু

শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের সর্ব্বগুণেই বিভূষিত ঃ—

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে ।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ॥ ৭২ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণব—সর্ব্বমহাগুণে গুণী, অবৈষ্ণব—আদৌ গুণহীন ঃ—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৭৩

বৈষ্ণবের ২৬টী গুণ বা লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥ ৭৪ ॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণত্বই 'স্বরূপ', অবশিষ্ট সবই 'তটস্থ' লক্ষণ ঃ—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম ।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥ ৭৫ ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥ ৭৬ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ ৭৭ ॥

প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২১)—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ৭৮ ॥

মহৎ বা বৈষ্ণবের সেবাতেই মায়া-মোচন, স্ত্রীসঙ্গি-সেবায় সংসার-বন্ধন বা নরক-লাভ ঃ—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥৭৯॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫-৭৭। 'কৃপালু' হইতে 'মৌনী' পর্য্যন্ত গুণগণ—বৈষ্ণবের লক্ষণ-বিশেষ।

৭৮। তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বজীবের সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত, সাধুভূষণ সাধুসকল।

৭৯। পণ্ডিতগণ মহৎসেবাকেই বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ এবং যোষিৎদিগের প্রতি যাহাদের আসক্তি, তাহাদিগের সঙ্গকেই তমোদ্বার বলিয়াছেন ; যাঁহারা—সাধু, তাঁহারা—মহদ্ব্যবসায়ী, সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ এবং সর্ব্বসুহৃৎ।

অনুভাষ্য

(উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠাধিকারিষু ভগবদ্ভক্তেষু) মৈত্রীং (শুশ্রূষা-প্রণতিসমাদরাদি-যথোচিতসখ্যতাং) করোতি, বালিশেষু (ভক্ত্যনভিজ্ঞেষু) কৃপাং করোতি, দ্বিষৎসু (ভগবদ্ভাগবতবিরোধিজনেষু) উপেক্ষাং করোতি (বীতরাগং প্রদর্শয়তি, তেষাং সঙ্গং সর্ব্বথা বর্জ্জয়তীত্যর্থঃ), সঃ (ভাগবতঃ) 'মধ্যমঃ' (মধ্যমসংজ্ঞকঃ এবম্ভূতস্য ভেদস্য দর্শনাৎ)।

৭১। যঃ হরয়ে (ভগবতে গুরবে আত্মানং নিবেদ্য) অর্চ্চায়াং (শ্রীবিগ্রহে) শ্রদ্ধয়া (দীক্ষিতঃ সন্ মিশ্রত্বেন ভক্ত্যাভাসেন পাঞ্চরাত্রিকবিধানেন) পূজাম্ ঈহতে (করোতি), তদ্ভক্তেষু (হরিজনেষু) পূজাং ন [ঈহতে ভক্ততারতম্যজ্ঞানাভাবাৎ] অন্যেষু চ (হরিবিমুখসঙ্গং চ বর্জ্জয়তীত্যর্থঃ), স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ (কনিষ্ঠঃ বৈষ্ণবপ্রায়ঃ, ন তু শুদ্ধ ইত্যর্থঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ)।

৭২। ভক্তের একমাত্র উপাস্য-বস্তুই শ্রীভগবান্ বিষ্ণু ; ভগবদ্‌গুণসমূহ ভক্তেরই সম্পত্তি। ভগবানের সকলগুণরাশিই শুদ্ধভক্তে সঞ্চারিত হয়।

৭৩। শ্রীশুক পরীক্ষিতের নিকট 'ভদ্রশ্রবা' নামক বর্ষপতি ও অনুচরগণকর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ ও তাঁহার শুদ্ধভক্তগণের স্তব-গান বর্ণন করিতেছেন। আদি ৮ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৮। শৌনকাদি ঋষি ভগবান্ কপিলদেবের লীলাকথা জিজ্ঞাসা করায় মহাভাগবত সূত তাঁহাদিগকে ব্যাস-সখা ভগবান্ মৈত্রেয়কর্ত্তৃক পূর্ব্বকালে বিদুরের নিকট বর্ণিত ঐ আত্মতত্ত্ব ও ভগবান্ কপিল ও দেবহূতি-সংবাদ-প্রসঙ্গ বর্ণন করিতেছেন, কপিলদেব অসদ্বস্তুতে আসক্তিকেই জীবের বন্ধনকারণ ও সদ্বস্তুতে আসক্তিকেই মোক্ষদ্বাররূপে বর্ণন করিয়া সদ্বস্তু সাধুগণের প্রথমে 'তটস্থ', পরে 'স্বরূপ'-লক্ষণ বলিতেছেন,—

(সাধূনাং লক্ষণমাহ—) তিতিক্ষবঃ (সহিষ্ণবঃ) কারুণিকাঃ (দয়ার্দ্রচিত্তাঃ) সর্ব্বদেহিনাং (সর্ব্বজীবানাং) সুহৃদঃ (বান্ধবাঃ) অজাতশত্রবঃ (নির্ব্বৈরাঃ) শান্তাঃ (নিষ্কামাঃ) সাধুভূষণাঃ (সাধু সুশীলং, তদেব ভূষণং যেষাং তে) সাধবঃ (শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ)।

৭৯। কোন সময় রাজর্ষি ভরতের পিতা ভগবান্ ঋষভদেব ব্রহ্মাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া ঋষিগণের নিকট উপদেশ-শ্রবণরত পুত্রগণের নিকট মোক্ষধর্ম্ম ও পারমহংস্য-ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছিলেন,—

[তত্ত্বকোবিদাঃ] মহৎসেবাং (বৈষ্ণবপরিচর্য্যাং) বিমুক্তেঃ (সংসারবন্ধনস্য) দ্বারং (মোচনহেতুম্) আহুঃ (কথয়ন্তি) যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং (স্ত্রীসঙ্গিবিষয়িণাং ভোক্তৄণাং সঙ্গং) তমোদ্বারং (সংসারস্য নরকস্য বা, দ্বারং হেতুম্ আহুঃ) ; [তত্র] যে সমচিত্তাঃ (সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ) প্রশান্তাঃ (শুদ্ধচিত্তাঃ) বিমন্যবঃ (ক্রোধরহিতাঃ) সুহৃদঃ (বান্ধবাঃ) সাধবঃ (পরদোষাদর্শিনঃ), তে মহান্তঃ [জ্ঞেয়াঃ]।

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য-বর্ণন ; সাধুসঙ্গফলেই কৃষ্ণসেবা-লাভ ঃ—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ ৮০ ॥

সুকৃতিফলে সাধুসঙ্গ, তৎফলে কৃষ্ণভক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতে যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত।

অনুভাষ্য

৮১। মধ্য, ২২শ পঃ ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২। বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে গিয়া বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ বর্ণন করিতেছেন। মহারাজ নিমি যজ্ঞ করিতেছেন, এমন সময় মহাভাগবত নবযোগেন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে নিমি তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিতেছেন,—

(হে) অনঘাঃ, (নিষ্পাপাঃ, নিরবদ্যাঃ ঋষয়ঃ), অতঃ (ভগবদ্-ভাগবত-দর্শনদুর্ল্লভত্বাৎ) ভবতঃ (যুষ্মান্) আত্যন্তিকং (নিরতিশয়ং) ক্ষেমং (কল্যাণং) পৃচ্ছামঃ ; [যতঃ] অস্মিন্ সংসারে (ভবে) ক্ষণার্দ্ধঃ (অত্যল্পকালম্) অপি [স্থায়ী] সৎসঙ্গঃ নৃণাং (পুংসাং) সেবধিঃ (সর্ব্বফলপ্রদঃ নিধিঃ—নিধিলাভে যথানন্দো ভবতি, তথা পরমানন্দঃ ইত্যর্থঃ)।

৮৩। আদি, ১ম পঃ ৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৪। অবৈষ্ণবসঙ্গ-পরিত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। 'অবৈষ্ণব' বলিলে 'স্ত্রীসঙ্গী' ও 'কৃষ্ণের অভক্ত',—এই দুই শ্রেণীর লোককে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ,—'বৈধধর্ম্ম-পর' স্ত্রীসঙ্গ, যাহাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং 'অবৈধ' স্ত্রীসঙ্গ, যাহা—

সৎসঙ্গই পরমধন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩০)—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৮৩ ॥

বৈষ্ণবের আচার ও অবৈষ্ণব-নির্দ্দেশ ঃ—

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রী-সঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥ ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। হে নিষ্পাপসকল, আপনাদের নিকট আমি জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধপরিমাণ সাধুসঙ্গই জীবদিগের পক্ষে অমূল্যরত্ননিধি।

৮৪। সাধুসঙ্গ—যেরূপই 'অন্বয়'রূপে বৈষ্ণব-আচার, অসৎসঙ্গ-ত্যাগও—'ব্যতিরেক'-রূপেই বৈষ্ণব-আচার। 'অসৎ' —দুইপ্রকার ; স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীলোকে আসক্ত ব্যক্তি—এক প্রকার 'অসাধু' এবং 'কৃষ্ণের অভক্ত' ব্যক্তি—দ্বিতীয়প্রকার 'অসাধু'। শুদ্ধভক্ত এই দুইপ্রকার অসৎসঙ্গ-ত্যাগেই বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন।

অনুভাষ্য

অধর্ম্মপর এবং যাহার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা-হেতু কর্ম্মফলজন্য নরকাদি-লাভ হয়। সংসারে পাপপরায়ণ ব্যক্তি 'বৈষ্ণব'-নামের একেবারেই অযোগ্য। 'ধর্ম্ম', 'অর্থ' ও 'কাম'-নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। 'মোক্ষ'-নামক চতুর্থবর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও কৃষ্ণবৈমুখ্যক্রমে মোক্ষাভিলাষী স্ত্রীসঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর অবৈষ্ণব ও হেয়। মায়াবাদী ও মায়াবিলাসী,—উভয়ের সঙ্গই বৈষ্ণবতা বা ভক্তি-নাশের কারণ। মায়াবাদী—মুমুক্ষু—(অর্থাৎ) মোক্ষফল-ভোগ-কামনায় আত্মোৎকর্ষের জন্য জড়ভোগ-ত্যাগী আর স্ত্রীসঙ্গী—বুভুক্ষু বা ভোগী ; উভয়েই স্ব স্ব জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপর, কৃষ্ণেতর-ফলান্বেষী কাপট্য বা কৈতবপূর্ণ, সুতরাং 'কৃষ্ণদাস' নহে।

অমৃতানুকণা—৮০। সাধুসঙ্গই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র উপায়স্বরূপ—"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)। "নিজ-স্বভাব যাহার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না ; সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের) সঙ্গবল-ক্রমেই জীবের গুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্বভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ করেন—ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ হয়—ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা।" (দশমূল-নির্য্যাস)। তদনন্তর সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যাবতীয় ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়, অন্যথা সম্ভব নহে। সুতরাং শ্রদ্ধাকে কৃষ্ণভক্তি-লতিকার অঙ্কুর বলিয়া সাধুসঙ্গকে উহার মূল বলিতে হইবে—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।। অথাসক্তিসক্তো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"

যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গের ভয়াবহ পরিণাম ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৩-৩৫)—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮৫ ॥

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৮৬ ॥

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৫-৮৭। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই শোচ্য আত্মবিনাশকারী অশান্ত মূঢ় যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগ অসাধুর সঙ্গ কখনই করিবে না। অন্যপ্রসঙ্গে জীবের তদ্রূপ মোহবন্ধ হয় না, যেরূপ স্ত্রীসঙ্গে এবং স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গে হইয়া থাকে।

অনুভাষ্য

৮৫-৮৬। ভগবান্ কপিলদেব দেবহূতিকে পাপপুণ্যবশে কৃষ্ণবিমুখ স্বরূপবিস্মৃত জীবের জন্মলাভের পূর্ব্বে যোনি-ভ্রমণ ও গর্ভবাস-যন্ত্রণা বর্ণনপূর্ব্বক জন্মলাভানন্তর বাল্য, পৌগণ্ড ও যৌবন-অবস্থায় নানাভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা, তৎপ্রভাব ও কুফলের কথা তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন,—

যৎসঙ্গাৎ (যেষাং অসতাং সঙ্গবশাৎ) সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ (পারমার্থিকীত্যর্থঃ) হ্রীঃ শ্রীঃ (ভক্তিসম্পৎ) যশঃ ক্ষমা শমঃ দমঃ ভগঃ (ঐশ্বর্য্যং বৈভবং বা) ইতি সংক্ষয়ং (সম্যক্ বিনাশং) যাতি (প্রাপ্নোতি), তেষু অশান্তেষু (জড়-বিষয়ভোগ-লম্পটেষু) মূঢ়েষু অসাধুষু খণ্ডিতাত্মসু (প্রাকৃত-দেহাদৌ অপ্রাকৃতাত্মবুদ্ধিষু) যোষিৎক্রীড়-মৃগেষু (স্ত্রীণাং ক্রীড়ামৃগাঃ একান্ত-বশীভূতাঃ তেষু স্ত্রৈণেষু) শোচ্যেষু (দুঃখা-শ্রয়েষু) অসাধুষু (অবৈষ্ণবেষু) সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ।

৮৭। অস্য (পুংসঃ) যথা যোষিৎসঙ্গাৎ (জড়ভোক্তৃবুদ্ধ্যা ভোগ্য-সহবাসেন), যথা [চ] তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (যোষিদ্‌ভোক্তৃণাং রক্ত-শুক্রময়-দেহাদৌ আত্মবুদ্ধীনাং বা সহবাসেন), মোহঃ (বুদ্ধিনাশঃ) বন্ধঃ (ভববন্ধঃ) চ ভবেৎ, তথা অন্যপ্রসঙ্গতঃ ন ভবেৎ।

সাধুসঙ্গ-ভিন্ন কেহ কখনও স্বকপোলকল্পনা-প্রসূত উপায় অবলম্বন করিলে, মায়া কৃষ্ণভক্তির ছল ধরিয়া তাহাকে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া হয় ফলভোগবাদীকর্ম্মী, না হয় নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানী অথবা সহজিয়া, সখীভেকী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবুদ্ধিপর গোঁসাই, আউল, বাউল প্রভৃতি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-দলভুক্ত করিয়া দিবে। সাধুসঙ্গই ভক্তিপ্রতিকূল-পন্থানুসরণ প্রবৃত্তির মূলচ্ছেদনকারী—সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গক্রমেই শ্রীভগবানের হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথা আলোচিত হয়। সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অবিদ্যানিবৃত্তি-মার্গস্বরূপ ভগবৎপাদপদ্মে ক্রমে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও শেষে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রেমভক্তি লাভের পরও সাধুসঙ্গ পুনরায় প্রেমের মুখ্যঅঙ্গ-রূপেই নির্ণীত হওয়ায় সাধুসঙ্গের নিত্যত্ব বিঘোষিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিকল্পলতিকার আশ্রিত সাধকভক্তগণ সাধুসঙ্গক্রমে পরমপ্রাপ্য প্রেমফল লাভের পরও উক্ত কল্পলতার ক্রমশঃ উর্দ্ধোর্দ্ধ-শাখায় আরও যে-সকল উত্তরোত্তর আস্বাদন ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'স্নেহ', 'মান', 'প্রণয়', 'রাগ', 'অনুরাগ', 'মহাভাব'-নামক ফলসমূহ বিরাজমান, তাহা লাভ করেন না। কারণ, উহাদিগের আস্বাদনজনিত উষ্ণতা, শীতলতা ও সম্মর্দ্দন-সহনের যোগ্যতা সাধকদেহে নাই। পশ্চাৎ স্বরূপানুবন্ধি সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ভগবৎপার্ষদ গুরুবর্গের সঙ্গক্রমেই সাধনসিদ্ধ ভক্তগণে ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবসকল উদিত হইয়া থাকে।

অমৃতানুকণা—৮৪। "সাধুসঙ্গের প্রতি কতটা আদর জন্মিয়াছে, তাহা জানিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, অসৎসঙ্গ-ত্যাগের প্রতি কতটা ঔদাসীন্য বা অনাদর হইয়াছে—এই জ্ঞান। তজ্জন্য অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একটী অন্যতম বৈষ্ণব-সদাচার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কারণ, অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা অনাত্মবুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয়-জ্ঞান হইবার আশা নাই ; যে-পরিমাণে অবৈষ্ণবে পরবুদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসিবে। সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে।"—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" (ভাঃ ১১।২৬।২৬)।

দুঃসঙ্গ—স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ-ভেদে দ্বিবিধ। "ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রই স্ত্রী বা যোষিৎ। তৎপ্রতি সম্যক্‌রূপে প্রীতি অথবা অভিনিবেশ বা ধ্যান অথবা চিত্তেতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করিতে দেওয়ার নাম 'সঙ্গ'। জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রই জড়, অচেতন। স্ত্রীদেহধারীই হউক অথবা পুরুষদেহধারীই হউক, সকলের দেহ জড়—অতএব স্ত্রী বা যোষিৎ। স্ত্রীদেহধারী বা পুরুষদেহধারী জীব যখন ভোগবুদ্ধি লইয়া জড়দেহে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন তাহারা স্ত্রীসঙ্গী হয়। নিজেকে কৃষ্ণযোষিৎ বা দৃশ্য অভিমান যেখানে, সেখানে যোষিৎসঙ্গ নাই। পুরুষাভিমান তথা দ্রষ্টাভিমান থাকিলেই যোষিৎসঙ্গ হয়। ভোক্তা-অভিমানে ভোগ্যজ্ঞানে দর্শনই যোষিৎদর্শন। ** যেখানে গুরুদর্শন, সেখানে প্রকৃতি-দর্শন নাই। কৃষ্ণবস্তু-দর্শন হইলে আর প্রকৃতি-দর্শন থাকে না। জীবমাত্রই কৃষ্ণশক্তি বা কৃষ্ণযোষিৎ ; সুতরাং তাহা ভোগ্য নহে, ত্যাজ্যও নহে, পরন্তু সেব্য। শ্রীপুরুষোত্তমের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিলে তুচ্ছ অধম-পুরুষত্ব দূর হইয়া যোষিৎদর্শন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়।

হরিবিমুখ-সঙ্গের প্রতি ভক্তের মনোভাব ঃ—

কাত্যায়নসংহিতা-বচন—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসংবাসবৈশসম্ ॥ ৮৮ ॥

বিষ্ণুভক্তিহীনের প্রতি ব্যবহার-বিধি ঃ—

গোস্বামিপাদোক্তি—

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥৮৯॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। অগ্নির জ্বালার মধ্যে পিঞ্জরবন্ধন হইতে যে ক্লেশ হয়, তাহা বরং সহ্য করা উচিত, তথাপি কৃষ্ণচিন্তা-বহির্ম্মুখ জনের কষ্টকর সঙ্গ কখনই করিবে না। তাৎপর্য্য এই যে, যদি কাহারও অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে অথবা কারারুদ্ধ হইতে হয় তাহাও স্বীকার করিবে, তথাপি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-লোকের সহিত সঙ্গ করিবে না।

৮৯। ক্ষীণপুণ্য ভগবদ্ভক্তিহীন মনুষ্যগণকে কখনও দেখিও না।

অনুভাষ্য

৮৮। হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ (প্রজ্বলিতবহ্নিশিখায়াং পিঞ্জরমধ্যনিবাসঃ অপি) বরং [প্রার্থনীয়ঃ তথাপি] শৌরি-চিন্তাবিমুখজনসংবাস-বৈশসং (শৌরেঃ কৃষ্ণস্য চিন্তায়াঃ বিমুখঃ জনঃ তেন সহ সম্যক্ বাসঃ, স এব বৈশসং বিপৎপাতঃ) ন।

৮৯। ভগবদ্ভক্তিহীনান্ (কৃষ্ণসেবাবিহীনান্) ক্ষীণপুণ্যান্ (মন্দভাগ্যান্) মনুষ্যান্ কচিৎ (লৌকিক-মর্য্যাদৌ) অপি মা (ন) অদ্রাক্ষীঃ (পশ্যেৎ)।

৯১। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরমহংস বা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের আচরণ ঃ—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ ॥ ৯০ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। এই দুইপ্রকার অসাধুসঙ্গ এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চনভাবে একমাত্র কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও।

"স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করিয়া কেহ কখনও স্ত্রীসঙ্গ হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। কেবল দ্বেষ বা হেয়জ্ঞান করিতে গেলে আসক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। ঘৃণা আসক্তিরই আর একটী দিক্। আসক্তি অপেক্ষা ঘৃণাতে আরও বেশী অভিনিবেশ হইয়া থাকে। আকার দর্শন করিতে গেলেই এই আসক্তি অথবা ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয়। ভোগ্যজ্ঞান করিয়া পশ্চাৎ ঘৃণা বা উপেক্ষা করিতে গেলে ব্যতিরেক চিন্তার দরুণ যোষিৎসঙ্গী অবশ্যই হইতে হইবে। ** কৃত্রিম উপায়ে যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎদর্শন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। শরণাগত হইলে—কৃষ্ণদাস অভিমান জাগিলে তাহা দূর হয়। ভোগনেত্রে দর্শন করিলে ভোগ্যদর্শন হয়। সেইজন্য সাধু-শাস্ত্র কর্ণের দ্বারা দর্শন করিতে বলিয়াছেন। 'শ্রুতি'র অনুগত হইয়া দর্শন করিলে—সেবোন্মুখ প্রপন্ন কর্ণের দ্বারা দর্শন করিলেই দর্শন ঠিক হইবে।" ('স্ত্রীসঙ্গ গর্হণীয়'—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ)।

অভক্তসঙ্গ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। "অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অনুগত নন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত নন। তিনি মনে করেন যে,—'আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত-জ্ঞানিগণও শ্রীভগবানের কৃপার অপেক্ষা করেন না। সুতরাং জ্ঞানিমাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্তমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। ** কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন, অতএব তাঁহারা অভক্ত। কৃষ্ণপ্রসাদ লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে-কর্ম্মের নাম 'ভক্তি'। যে-কর্ম্ম প্রাকৃত-ফল বা বহির্ম্মুখ-জ্ঞান দান করেন, সে-কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। স্বার্থপর কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। অতএব কর্ম্মী ব্যক্তিকেও অভক্ত বলা যায়।

"যোগিগণ কোন স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, 'ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্ত-মধ্যে গণ্য। এইসকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান-প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।' ('সঙ্গত্যাগ'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।

অমৃতানুকণা—৯০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যে কেহ কেহ বর্ণাশ্রম-বিচার পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এতৎপ্রসঙ্গে সাধ্যসাধনবিচার-নির্ণয়কালে শ্রীরামানন্দপ্রভু-কথিত 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে মহাপ্রভুর 'এহো বাহ্য' উক্তি এবং মহাপ্রভুর কথিত "নাহং বিপ্রঃ" শ্লোককে তাঁহাদের উক্ত চিন্তাস্রোতের পরিপোষক বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কখনও 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

কৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয় বস্তু ঃ—

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য ।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ ৯২ ॥

আত্মপ্রদ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৮।২৬)—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। প্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়? আপনি ভজনশীল সুহৃদ্ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন, অথচ আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

অনুভাষ্য

৯২। ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, উদার ও সামর্থ্যবান্ কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া কোন পণ্ডিতই কৃষ্ণেতর তুচ্ছবস্তুর ভজনা করেন না।

উদ্ধবই অনন্য-কৃষ্ণভজনের প্রমাণ ঃ—

বিজ্ঞ-জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান ।
অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব—প্রমাণ ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণ—দয়ার সাগর ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩)—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। অহো, এই বকাসুর-ভগ্নী পূতনা, যাঁহাকে বধ করিবার জন্য অসাধু-বৃত্তিযুক্তা হইয়া স্তনকালকূট পান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও মাতৃযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, তদ্ব্যতীত (সেই কৃষ্ণ বিনা) আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি?

অনুভাষ্য

যিনি কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া জড়বিষয়-মুগ্ধ হন, তাঁহার তুল্য মূর্খ আত্মঘাতী জন নিতান্ত বিরল।

"মহাপ্রভুর ('এহো বাহ্য') উক্তির তাৎপর্য্য এই যে,—হে রামানন্দ! স্থূল-লিঙ্গদেহকে নিয়মিত করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। যদি কেহ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরিভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ হইল? সুতরাং বর্ণাশ্রম-বিধি বদ্ধজীবের একমাত্র শুদ্ধ-জীবনোপায় হইলেও তাহা 'বাহ্য'। ইহার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, শ্রীমহাপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদি তাহাই হইত, তবে তাঁহার জীবন-লীলায় গৃহস্থ-অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাবস্থায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্ব্বজীবকে শিক্ষা দিতেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাবদ্দেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয় ; কিন্তু তাহা সর্ব্বদা ভক্তির সম্পূর্ণ অধিকারে ও অধীনে থাকিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম 'পরধর্ম্মের' ভিত্তিস্বরূপ। 'পরধর্ম্মের' পরিপক্বতা হইলে উপেয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ক্রমশঃ অনাদর হয়। আবার দেহত্যাগের সহিতও তাহা পরিত্যক্ত হয়।

"শ্রীরামানন্দ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্দ্ধে আছে যে, 'বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম্।' তাহাতে জানিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বন ব্যতীত সংসারী জীবের শ্রীহরিভজনের অনুকূল জীবনোপায় আর কোন পন্থা নাই। ইহাকে ভক্তজীবন-লাভের একমাত্র পন্থা বলা যায়।" ('সাধুবৃত্তি'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।

'নাহং বিপ্রঃ' শ্লোক-কীর্ত্তনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় স্বয়ংই "আমি ত' সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৯), "আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি মানি" (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৩৫), "ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী" (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৬৪)—প্রভৃতিরূপে পুনঃ পুনঃ নিজকে বর্ণাশ্রম-গত সন্ন্যাসী বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে মহাপ্রভুর নিজ আচরণে বর্ণাশ্রম-পরিত্যাগের কোন দৃষ্টান্তই লক্ষিত হয় না। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" (গীতা ৪।১৩)—বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার যিনি স্রষ্টা, তিনি স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় তিনিই উক্ত ব্যবস্থা লঙ্ঘনের উপদেশদ্বারা সমগ্র লোক উৎসন্ন করিতে পারেন না। "উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।" (গীতা ৩।২৪)—'যদি আমি যথাবিধি কর্ম্ম না করি, তবে আমার দৃষ্টান্তে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে।' "বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে এবং 'পুনর্মূষিকো ভব' এই অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হইতে পারে না।" (সজ্জনতোষণী)। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু কার্য্যতঃ যথার্থ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বয়ং সুষ্ঠুরূপে আচরণ করিয়াই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন—"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

এস্থলে মহাপ্রভুর "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।"—বাক্যে তাঁহার পূর্ব্ব উপদিষ্ট 'নাহং বিপ্রঃ" শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-গত অভিমান বা উহার প্রতি আসক্তি পরমপুরুষার্থ-সাধনের ক্ষেত্রে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সেস্থলে স্থূল-লিঙ্গদেহগত বর্ণাশ্রমিক পরিচয় কোন কার্য্যকরী নহে—সুতরাং তত্তৎ অভিমান ও তৎপ্রতি আসক্তি ছাড়িয়া, এমনকি রূপ-ধন-বিদ্যাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া কেবল নিজ স্বরূপগত "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" পরিচয়ই অবলম্বন করিতে হইবে।

পরমহংস বা বৈষ্ণবই কৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা ঃ—

শরণাগতের, অকিঞ্চনের—একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ' ॥ ৯৬ ॥

ছয়প্রকার শরণাগতি ঃ—

হরিভক্তিবিলাস (১১।৪১৭)-ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্ ।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৯৭ ॥

শরণাগতের আচরণ ঃ—

হরিভক্তিবিলাস (১১।৪১৮)-ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্ ।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। 'অকিঞ্চন ভক্ত' ও 'শরণাগত ভক্ত'—এ দুয়ের একই লক্ষণ। ইহাদের মধ্যে শরণাগতের 'আত্মসমর্পণ'-রূপ একটী লক্ষণ অধিক।

৯৭। শরণাগতির ছয়প্রকার লক্ষণ—(১) আনুকূল্য-সঙ্কল্প অর্থাৎ 'কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল' তাহা আমি অবশ্যই স্বীকার করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প ; (২) প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জন অর্থাৎ 'কৃষ্ণ-ভক্তির যাহা প্রতিকূল, তাহা আমি অবশ্য বর্জ্জন করিব' এইভাবে ত্যাগ ; (৩) 'তিনি রক্ষা করিবেন' অর্থাৎ 'কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই', এই বিশ্বাস—'অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা আমি মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইতে পারি' এইরূপ বিশ্বাস নয়, 'কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন',—এইরূপ বিশ্বাস ; (৪) কৃষ্ণকে 'গোপ্তা' বা 'পালয়িতা' বলিয়া বরণ অর্থাৎ 'সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আমি ও তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাকর্ত্তৃক পালিত হইব',—এইরূপ বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক 'কৃষ্ণই আমার একমাত্র পালন-কর্ত্তা এবং দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে আর কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই'—এইরূপ স্থির বিশ্বাস ; (৫) আত্মনিক্ষেপ অর্থাৎ 'আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়,উহা—কৃষ্ণেচ্ছায় পরতন্ত্র' এইরূপ বুদ্ধিই আত্ম-সমর্পণ, এবং (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে দীন-বুদ্ধি।

৯৮। শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীরদ্বারা আশ্রয়-পূর্ব্বক 'হে ভগবন্, আমি—তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

৯৬। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার অভীষ্টবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিবার বাসনায় রামের সহিত তদীয় গৃহে উপস্থিত হইলে, অক্রূর তাঁহাদিগের বন্দনা করিতে করিতে স্তব করিতেছেন,—

[যতো ভবান্] ভজতঃ (ভজনশীলান্) সর্ব্বান্ সুহৃদঃ (মিত্রান্) অভিকামান্ (সর্ব্বতোভাবেন কামান্), যস্য (চ) উপচয়াপচয়ৌ (হ্রাসবৃদ্ধী) ন স্তঃ, (তাদৃশম্) আত্মানং (নিজ-বিগ্রহম্) অপি দদাতি, [অতঃ] ভক্তপ্রিয়াৎ (ভক্তবৎসলাৎ) ঋতগিরঃ (সত্যবাচঃ) সুহৃদঃ (বান্ধবাৎ) কৃতজ্ঞাৎ (ভক্তপ্রেম-প্রতিদানকারিণঃ) ত্বত্তঃ (ত্বাং বিনা) অপরং শরণং (আশ্রয়ং) কঃ পণ্ডিতঃ সমীয়াৎ (গচ্ছেৎ)?

৯৪। কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান হইবামাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপর উপাসনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেরই ভজন করেন ; এ বিষয়ে উদ্ধবই প্রমাণ।

৯৫। মহাভাগবত শ্রীল উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজন্য শোকাকুল হইয়া বিদুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাদি বর্ণন করিতেছেন,—

অহো (আশ্চর্য্যং), বকী (পূতনা) জিঘাংসয়া (হন্তুম্ ইচ্ছয়া অপি) স্তনকালকূটং (স্তনয়োঃ গৃহীতং কালকূটং বিষং) যং (কৃষ্ণম্) অপায়য়ৎ, অসাধ্বী (কৃষ্ণবিরোধিনী দুষ্টা দানবী) অপি ধাত্র্যুচিতাং (পালয়িত্র্যাঃ স্তনদাতৃকায়াঃ যোগ্যাং) গতিম্ (উত্তমাং গতিং) লেভে, ততঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) অন্যং (অপরং) কং বা দয়ালুং (বদান্যং) শরণং ব্রজেম (ভজেমেত্যর্থঃ)।

৯৭। আনুকূল্যস্য (কৃষ্ণভজনসহায়স্য) সঙ্কল্পঃ (সম্যক্ নির্ণয়ঃ, গ্রহণং বা), প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং (কৃষ্ণভজনবিরোধিবস্তু-সঙ্গত্যাগঃ), মাং রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ (দৃঢ়শ্রদ্ধা,—"ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ" ইত্যাদি প্রকারঃ), গোপ্তৃত্বে (প্রভুত্বে, পালয়িতৃত্বে, পতিত্বে বা) বরণং (প্রার্থনম্ অঙ্গীকরণং বা—"ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্। ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্।।" ইতি নারসিংহোক্তপ্রকারম্), আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে (আত্মসমর্পণং "কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি" ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তপ্রকারং চ, স্বীয়দৈন্যজ্ঞাপকং কার্পণ্যং "পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ" ইত্যাদিপ্রকারং চ—কাকুভাষণঞ্চে-ত্যর্থঃ)—ইতি ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ (শরণাপত্তিঃ) * ।

---

* *"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ"—যাহা কৃষ্ণভজন-সহায়, তাহার সম্যক্ নির্ণয় বা গ্রহণ ; "প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্"—কৃষ্ণভজন-বিরোধী বস্তুর সঙ্গত্যাগ ; "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ"—'ত্রিলোকাধীশ সেই ভগবান্ আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন', এইপ্রকারে দৃঢ়শ্রদ্ধা ; "গোপ্তৃত্বে বরণম্"—প্রভুরূপে, পালয়িতারূপে বা পতিরূপে বরণ, অথবা প্রার্থনা অঙ্গীকার, যেমন নারসিংহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'হে ভগবন্! দেবদেব জনার্দ্দন! আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি, এইরূপে যিনি আমার শরণাগত হন, আমি তাহাকে সকল ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি' ;*

বৈষ্ণব কৃষ্ণাভিন্ন ঃ—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম ॥ ৯৯ ॥

কৃষ্ণের ন্যায় বৈষ্ণবও সচ্চিদানন্দময় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৩২)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥১০০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ রস-ভোগে কল্পিত অর্থাৎ যোগ্য হন।

অনুভাষ্য

ভক্তিসন্দর্ভে ২৩৬ সংখ্যায় শ্রীজীবপ্রভু—"অঙ্গাঙ্গিভেদেন ষড়্‌বিধা ; তত্র 'গোপ্তৃত্বে বরণম্' এবাঙ্গি, শরণাগতিশব্দেনৈকার্থ্যাৎ ; অন্যানি ত্বঙ্গানি, তৎপরিকরত্বাৎ। ** তদেবং যস্য সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্না শরণাপত্তিস্তস্য ঝটিত্যেব সম্পূর্ণফলা ; অন্যেষাং তু যথাসম্পত্তি যথাক্রমঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তামেতাং শরণাপত্তিং শ্লাঘ্যতে (ভাঃ ১১।১৯।৯ পদ্যেন)—শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখ-দূরীকরণং নিজ-মাধুরীণাং সর্ব্বতো বর্ষঞ্চাত্রাভিহিতম্।"*

৯৮। শরণাগতঃ (প্রপন্নঃ) '[অহং] তব [এব] অস্মি' ইতি বাচা বদন্, তথা এব মনসা বিদন্ (আত্মানং সেবাপরং জানন্) তন্বা (শরীরেণ) তৎস্থানং (ভগবন্তঃ ভক্তস্য চ স্থানম্) আশ্রিতঃ (সন্) মোদতে (হৃষ্যতি)।

১০০। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণন করিয়া সর্ব্বশেষে একান্ত সমর্পিতাত্মা শুদ্ধভক্তের গতি বর্ণন করিতেছেন,—

(১) সাধনভক্তির লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন, সনাতন ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ॥ ১০১ ॥

সাধনের সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২)—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়)-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধ্যতা'। তাৎপর্য্য এই যে, চিৎকণ-জীবে স্বভাবতঃ চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটন যোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধবস্তুর সাধ্য-অবস্থা হইল। সেই সাধ্যভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম 'সাধন-ভক্তি'।

অনুভাষ্য

যদা মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা (বিরতভোগ-মোক্ষঃ সন্) মে (মহ্যং) নিবেদিতাত্মা (ভবতি, আত্মসমর্পণং করোতীত্যর্থঃ), তদা [অসৌ] ময়া বিচিকীর্ষিতঃ (প্রেরিতঃ সন্ বিশেষেণ কর্ত্তুমভিলষিতো ভবতি ; ততশ্চ) অমৃতত্বং (মোক্ষং) প্রতিপদ্যমানঃ, ময়া (সহ) আত্মভূয়ায় (মাদৃশ-সচ্চিদানন্দময়ত্বায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি)।

১০২। কৃতিসাধ্যা (কৃত্যা ইন্দ্রিয়-প্রেরণয়া সাধনীয়া যা) সাধ্যভাবা (সাধনীয়ঃ ভাবঃ যয়া সা) সাধনাভিধা (সাধনভক্তি-নাম্নী) ভবেৎ ; হৃদি (জীবাত্ম-হৃদয়ে) নিত্যসিদ্ধস্য (নিত্যবর্ত্ত-মানস্য স্বতঃপ্রকাশস্য) ভাবস্য (কৃষ্ণপ্রেমভাবস্য) প্রাকট্যম্ (আবিষ্করণম্ এব) সাধ্যতা (সাধনযোগ্যতা)।

"আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে"—আত্মসমর্পণ, যথা গৌতমীয়-তন্ত্রে উক্ত আছে 'হৃদয়স্থিত কোন দেবকর্ত্তৃক আমি যেরূপ নিযুক্ত হইতেছি, সেইরূপ করিতেছি'—ইত্যাদি প্রকার ; 'কার্পণ্য' অর্থাৎ যাহা নিজ দৈন্যজ্ঞাপক, যেমন, 'হে ভগবন্! আপনার অপেক্ষা অধিক কারুণিক অপর কেহ নাই এবং আমার অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় আর কেহ নাই', ইত্যাদি প্রকার কাকুবাক্য ;—এই ছয়প্রকার শরণাগতি অর্থাৎ শরণাপত্তি।

** ভক্তিসন্দর্ভে (২৩৬ সংখ্যায়)—ছয়প্রকার শরণাগতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব জানিতে হইবে। তন্মধ্যে 'গোপ্তৃত্বে বরণই' অঙ্গিস্বরূপ, যেহেতু উহার 'শরণাগতি'-শব্দের সহিত একই অর্থবৈশিষ্ট্য আছে এবং অন্য পাঁচটী উহার পরিকর বলিয়া অঙ্গরূপে জানিতে হইবে। ** এইরূপে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাগতি হয়, তাঁহার শরণাগতি শীঘ্রই সম্পূর্ণফলপ্রদা হইয়া থাকে। অন্যাদিগের ক্ষেত্রে সম্পত্তি-অনুসারে (অর্থাৎ যে-পরিমাণে শরণাগতি, তদনুসারে) এবং ক্রমানুসারে তাহার সিদ্ধি জানিতে হইবে। এই শরণাপত্তির প্রশংসা, যথা (ভাঃ ১১।১৯।৯ পদ্যে)—'হে ভগবন্! এই ঘোর সংসারে ত্রিতাপদ্বারা আক্রান্ত সন্তপ্তচিত্ত মানবগণের পক্ষে তোমার অমৃতরাশি-বর্ষণশীল পাদপদ্মযুগল-রূপ ছত্র ব্যতীত অন্য আশ্রয় দেখিতেছি না।' এস্থলে শরণাগতগণের সর্ব্বদুঃখ-দূরীকরণ এবং সর্ব্বত্র নিজ মাধুরীবর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।*

সাধনভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ ঃ—

শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার 'স্বরূপ' লক্ষণ।
'তটস্থ'-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন ॥ ১০৩ ॥

নিত্যসিদ্ধ নিরপেক্ষ শুদ্ধ (অনন্য কেবল বা অনুকূল) অভিধেয়-দ্বারাই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ শুদ্ধপ্রয়োজন-লাভ ঃ—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥ ১০৪ ॥

সাধনভক্তির ভেদ—(১) বৈধী ও (২) রাগানুগা ঃ—

এই ত' সাধনভক্তি—দুই ত' প্রকার।
এক 'বৈধী ভক্তি', 'রাগানুগা ভক্তি' আর ॥ ১০৫ ॥

(ক) বৈধীভক্তির বর্ণন ও সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ ঃ—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধী-ভক্তি' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১০৬ ॥

শ্রীহরিরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবার বিধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৫)—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ১০৭ ॥

বৈধীভক্তির প্রথমে পরমহংসাবস্থা-লাভের পূর্ব্বে দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালন ; তাহার উৎপত্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২-৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৩-১০৬। অনুকূলভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই সেই ভক্তির 'স্বরূপ'-লক্ষণ। অন্যাভিলাষ-ত্যাগ ও জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-ছেদনদ্বারা সেই স্বরূপলক্ষণ 'প্রেমধন' উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের) সাধ্য নয় ; কেবলমাত্র শ্রবণাদিদ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধন-ভক্তি ; তাহা দুইপ্রকার,—'বৈধী' ও 'রাগানুগা'। যাঁহাদের হৃদয়ে রাগোদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজনপ্রবৃত্তি হয়, তাহাই 'বৈধীভক্তি'।

১০৭। হে ভারত, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরি অভয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বদাই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য।

অনুভাষ্য

১০৭। 'মুমূর্ষু ব্যক্তির কি করা কর্ত্তব্য?'—রাজা পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই প্রশ্নের বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়া প্রথমে গৃহমেধিগণের বদ্ধদশা বর্ণনপূর্ব্বক তন্মোচ-নোপায় বলিতেছেন,—

হে ভারত (ভরতবংশ্য), তস্মাৎ (কৃষ্ণবিমুখো জীবঃ স্বনিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি, অতঃ কারণাৎ) অভয়ং (স্বপরাভবাভাবং মোক্ষম্, আত্মত্রাণং বা) ইচ্ছতা (দ্বিতীয়াভিনিবেশত্যাগমভিলষতা জনেন ইত্যর্থঃ) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্যামী) ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ (এব) শ্রোতব্যঃ (শ্রবণীয়ঃ) কীর্ত্তিতব্যঃ (কীর্ত্তনীয়ঃ) স্মর্ত্তব্যঃ চ (স্মরণীয়শ্চ)।

অমৃতানুকণা—১০৩-১০৪। ঈশ্বরের প্রতি জীবের যে প্রেম, তাহা জীবের স্বাভাবিক নিত্যধর্ম্ম। জীব বস্তুতঃ শুদ্ধ চিদ্বস্তু ও চিদ্ধর্ম্মে গঠিত। "চিৎস্বরূপ জীবের নিজ বিশেষানুসারে 'আমি অমুকলক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া একটী শুদ্ধ অভিমান ছিল। সেই অভিমান জীবের চিদ্গত শুদ্ধ অহঙ্কাররূপ চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধিস্থানরূপ শুদ্ধবুদ্ধি ছিল। অন্য পদার্থ ও অন্য জীব এবং পরমপুরুষ ভগবান্‌কে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড়বদ্ধ হইলে সেই চিদ্গতবৃত্তিসমূহ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলরূপে পরিণত হইয়া তত্তদ্বিষয়রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তিসকল প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব যে-রস চিদাশ্রয়ে ভাব ছিল, তাহার (জড়াশ্রয়ে) বিকৃতভাব হইয়াছে। রস একই বস্তু, নিত্যাবস্থায় নিত্যানন্দস্বরূপ এবং জড়বদ্ধাবস্থায় জড়ানন্দ বা জড়দুঃখস্বরূপে প্রকাশমান।" (চৈঃ শিঃ ৭।১)

অতএব, অগ্নির উত্তাপ-ধর্ম্ম যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ, তাহা কোনরূপ সাধনদ্বারা লাভের প্রয়োজন হয় না—তদ্রূপ বিভুর প্রতি অণুর আকর্ষণ, তথা কৃষ্ণের প্রতি জীবের প্রেমও নিত্যসিদ্ধ, তাহা সাধ্যরূপে লাভের অবকাশ নাই। কৃষ্ণবিমুখতা-ক্রমেই জীবের বদ্ধদশা—সুতরাং কৃষ্ণোন্মুখতা-ক্রমেই জীবের কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বধর্ম্ম-উদয়। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি সাধন-অবলম্বনে কৃষ্ণোন্মুখতা লাভ হয় না। কেবল ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিক্রমে লব্ধ শুদ্ধভক্ত-সঙ্গবশতঃ শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণদ্বারাই কৃষ্ণোন্মুখতা-লাভক্রমে জীবের সুপ্ত স্বধর্ম্ম জাগ্রত হয়। শ্রীহরি এবং শ্রীহরিনামাদি সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। তজ্জন্য অনুকূলভাবের সহিত অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে সাধিত হরিনামাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রক্রিয়াই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্দ্বারাই জীবের নিত্যধর্ম্মগত ভগবৎপ্রেম তথা স্ব-স্বরূপগত 'আমি অমুক-লক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া শুদ্ধ অভিমান জাগ্রত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, উক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি-যাজনকালে যুগপৎ অন্যাভিলাষ-ত্যাগ ও জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদির সহিত সম্বন্ধছেদন প্রভৃতি তটস্থ-লক্ষণাত্মক সাধনভক্তি অবলম্বন করিলেই মাত্র উক্ত স্বরূপ-লক্ষণাত্মক ভক্তি জীবের নির্ম্মলচিত্তে 'প্রেমধন' উদয় করাইয়া থাকে।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১০৯ ॥

বিষ্ণুস্মৃত্যুদ্দীপক প্রত্যেক ক্রিয়াই 'বিধি', বিষ্ণুস্মৃতি-বিনাশক প্রত্যেক ক্রিয়াই 'নিষেধ' ঃ—
পদ্মপুরাণ-বাক্য (৭২।১০০)—

স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ১১০ ॥

অসংখ্য বৈধী-ভক্তির মধ্যে ৬৪টী ভক্ত্যঙ্গ-বর্ণন ঃ—

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার ॥ ১১১ ॥
গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন ।
সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥ ১১২ ॥
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস ।
যাবৎ নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥ ১১৩ ॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন ।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন ॥ ১১৪ ॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব ।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥ ১১৫ ॥
হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব ।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥ ১১৬ ॥
বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব ।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥ ১১৭ ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন ।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥ ১১৮ ॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি ।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি ॥ ১১৯ ॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন ।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥ ১২০ ॥
আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥ ১২১ ॥
'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত ।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ ১২২ ॥
কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন ।
জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥ ১২৩ ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি-ব্রত ।
'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম-মহত্ত্ব ॥ ১২৪ ॥

তন্মধ্যে সাধুসঙ্গাদি পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ঃ—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ ১২৫ ॥

তাহাদের আংশিক অনুষ্ঠানপ্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। 'বিষ্ণু সর্ব্বদাই স্মর্ত্তব্য, কখনই বিস্মর্ত্তব্য নন'—সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী কথার অনুগত। তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে যতপ্রকার 'বিধি' জন্মিয়াছে ও 'নিষেধ' উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই উক্ত দুইটী কথাকে অবলম্বন করিয়া হইতেছে। যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান্ স্মরণপথে আসেন, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া 'বিধি'; যে কার্য্যদ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয়, সেই কার্য্যই 'নিষেধ'।

১১২-১২৬। (১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) দীক্ষা অর্থাৎ মন্ত্র-দীক্ষা, (৩) গুরুসেবা, (৪) সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা ও জিজ্ঞাসা, (৫) সাধুদিগের পথানুগমন, (৬) কৃষ্ণপ্রীতির জন্য নিজের ভোগত্যাগ, (৭) কৃষ্ণতীর্থে বাস, (৮) যাহামাত্র পাইলে জীবন নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ পরিমাণে প্রতিগ্রহ, (৯) একাদশীর উপবাস এবং (১০) ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্রবৈষ্ণবের সম্মান,—এই দশটী অঙ্গই ভজনের প্রারম্ভরূপ ; এবং (১১) সেবাপরাধ ও নামাপরাধকে দূরে বর্জ্জন, (১২) অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, (১৩) বহুশিষ্য না করা, (১৪) বহু-গ্রন্থের কলা অর্থাৎ আংশিক অভ্যাস এবং ব্যাখ্যাবাদ-ত্যাগ, (১৫) হানিতে এবং লাভে সমবুদ্ধি, (১৬) শোকাদির বশ না হওয়া, (১৭) অন্য দেবতা বা শাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা, (১৮) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা না শুনা, (১৯) গ্রাম্যবার্ত্তা অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক গৃহবার্ত্তা না শুনা, (২০) প্রাণিমাত্রের মনে উদ্বেগ না জন্মান,—এই শেষ দশটী নিষেধ-লক্ষণ অঙ্গ ব্যতিরেকভাবে অনুষ্ঠান করিবে। 'ব্যবহারে অকার্পণ্য' ও 'মহা-রম্ভের অনুদ্যম'—এই দুইটীকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ঐ দশটী অঙ্গের মধ্যে ধরিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই গ্রন্থোল্লিখিত 'গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে'—এই অঙ্গটী পূর্ব্বোক্ত দশটী অঙ্গের মধ্যে ধৃত হয় নাই।

অনুভাষ্য

১০৮-১০৯। মধ্য, ২২শ পঃ ২৭-২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১০। বিষ্ণুঃ সততং স্মর্ত্তব্যঃ, ন জাতুচিৎ (কদাচিৎ) বিস্মর্ত্তব্যঃ—সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ এতয়োঃ (বিষ্ণুস্মরণাস্মরণ-রূপয়োঃ বিধিনিষেধয়োঃ দ্বয়োঃ) এব কিঙ্করাঃ (অনুগতাঃ ভৃত্যাঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ)।

সাধুসঙ্গ ও ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিধি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৯০-৯১)—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ১২৭ ॥

বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহপূজা, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীধামবাসের মাহাত্ম্য ঃ—

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ ১২৮ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৩৬)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১২৯ ॥

ইহাদের প্রত্যেকের অনুশীলনে নৈরন্তর্য্য-ফলে কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই কুড়িটী অঙ্গই ভজনমন্দিরের প্রবেশ-দ্বারস্বরূপ ; তন্মধ্যে 'গুরুপাদাশ্রয়', 'দীক্ষা' ও 'গুরুসেবা'—এই তিনটী প্রধান অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পূজন, (৫) বন্দন, (৬) পরিচর্য্যা, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, (৯) আত্ম-নিবেদন, (১০) শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য, (১১) গীতি, (১২) বিজ্ঞপ্তি, (১৩) দণ্ডবৎ প্রণাম, (১৪) অভ্যুত্থান অর্থাৎ ভগবান্ বা ভক্ত আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়ান, (১৫) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ ভক্ত বা ভগবান্ যাত্রা করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া, (১৬) তীর্থে এবং ভগবদ্‌গৃহে গমন, (১৭) পরিক্রমা, (১৮) স্তবপাঠ, (১৯) জপ, (২০) সঙ্কীর্ত্তন, (২১) ভগবৎপ্রসাদী ধূপ ও মাল্যের গন্ধগ্রহণ, (২২) মহাপ্রসাদ-সেবন, (২৩) আরাত্রিক-মহোৎসব-দর্শন, (২৪) শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, (২৫) নিজ প্রিয়বস্তু ভগবানকে অর্পণ, (২৬) ধ্যান ; তদীয় সেবন—(২৭) তুলসী প্রভৃতির সেবন, (২৮) বৈষ্ণব-সেবন, (২৯) মথুরায় বাস এবং (৩০) ভাগবতের আস্বাদ, (৩১) কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, (৩২) তাঁহার কৃপা-প্রতীক্ষা, (৩৩) ভক্তগণের সহিত জন্মদিনাদির মহোৎসব, (৩৪) সর্ব্বপ্রকারে শরণাপত্তি, (৩৫) কার্ত্তিকাদি ব্রত,—এই পঁয়ত্রিশটী অঙ্গে আর চারিটী অঙ্গ যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ দেহে (১) বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ, (২) হরিনামাক্ষরধারণ, (৩) নির্ম্মাল্যধারণ ও (৪) চরণামৃত পান ;—এই চারিটী অঙ্গ অর্চ্চনাদির অন্তর্গত বলিয়াই কবিরাজ গোস্বামী মনে করিয়া লইয়াছেন। এই চারিটীর যোগে উনচল্লিশ (৩৯)টী অঙ্গ হয়, তাহাতে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন, (৩) ভাগবত-শ্রবণ, (৪) মথুরাবাস, (৫) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিসেবারূপ আর পাঁচটী অঙ্গ পুনরায় যোগ করিতে হইবে। শ্রীরূপগোস্বামী (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২য় লঃ চতুঃষষ্টি বৈধী-ভক্তির বর্ণনশেষাংশে লিখিয়াছেন,—"অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্ববিলিখিতস্য চ। নিখিলশ্রেষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র শংসনম্।।" এই পাঁচটী যোগ করিয়া চুয়াল্লিশটী অঙ্গ হয়। এই ৪৪টী পূর্ব্বোক্ত ২০টীর সহিত যোগে মোট ৬৪টী ভক্ত্যঙ্গ হইল। এই চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গই শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ যজন বা উপাসনা ; ইহার মধ্যে কতকগুলি—একেবারে পৃথক্, আর কতকগুলি—মিশ্রভাবাপন্ন।

১২৭। একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।

১২৮। শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পদসেবায় প্রীতি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি।

১২৯। সহসা দুরূহ ও অদ্ভুত বীর্য্যসম্পন্ন শেষোক্ত পাঁচটী অঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মিলেও উহা নিরপরাধ ব্যক্তির ভাবোৎপত্তির হেতু হয়।

অনুভাষ্য

১২৭। সজাতীয়াশয়ে (সমজাতীয়বাসনাবিশিষ্টে) স্নিগ্ধে (গাঢ়-বিশ্রম্ভাত্মক-স্নেহপরে) স্বতঃ বরে (শ্রেষ্ঠে) সাধৌ সঙ্গঃ [কার্য্যঃ]। রসিকৈঃ (কৃষ্ণভজনবিজ্ঞৈঃ) সহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাম্ আস্বাদঃ (কার্য্যঃ, তাৎপর্য্যং গ্রহণীয়মিত্যর্থঃ—শ্রৌতমার্গ-ভক্তি-যোগত্যাগী বৈয়াকরণস্য শাব্দিকস্য যোষিৎসঙ্গিগৃহব্রতস্য বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধিনঃ মায়াবাদিনঃ নামাপরাধিনঃ বেষোপজীবিনঃ মন্ত্রজীবিনঃ ভাগবতজীবিনঃ ইন্দ্রিয়তর্পণরত-বিষয়িণশ্চ "যস্য দেবে পরাঃ ভক্তিঃ" ইতি "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" ইতি শ্রুতি-স্মৃতিবচনাৎ তেষাং পারমহংস্যশাস্ত্রার্থ-বোধাসম্ভবাৎ গ্রন্থতাৎপর্য্যার্থগ্রহণে অনধিকারত্বাচ্চ)।

১২৮। শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে শ্রদ্ধা বিশেষতঃ (বিশেষেণ) প্রীতিঃ (বহিঃপূজায়াম্ অর্চ্চনে সামান্যতঃ, ব্রজদম্পত্যোঃ মানস-সেবায়াং বিশেষতঃ সার্ব্বকালিকভজনানুরাগঃ), নামসঙ্কীর্ত্তনং (নামভজনং), শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ (কৃষ্ণবসতিস্থলে অব-স্থানম্ ;—শ্রীগৌরমণ্ডলভূমৌ চিন্তামণিজ্ঞানং, তদেব মথুরাবাসঃ ইতি শ্রীমন্নরোত্তমপ্রভুচরণৈঃ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং নির্ণীতম্। শ্রীগৌরবিলাসভূমি-শ্রীমায়াপুরাদিধামবাসঃ শ্রীক্ষেত্র-দাক্ষিণাত্য-ব্রজমণ্ডলাদিধামবাসশ্চ মথুরাবাসেন সহ অভিন্নো জ্ঞেয়ঃ। তদ্ভেদ-বাদিনাং তথাকথিত-মথুরাবাসোঽপি প্রাকৃত-ভোগময়ঃ অধো-গতিপ্রদশ্চেতি)।

নববিধভক্তির মধ্যে কাহারও এক একটী অঙ্গানুশীলনে,
কাহারও সর্ব্বাঙ্গানুশীলনে সিদ্ধি বা
ভগবৎপ্রেম-প্রাপ্তি ঃ—

'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ।
অম্বরীষাদি ভক্তের 'বহু' অঙ্গ-সাধন ॥ ১৩১ ॥

নববিধাভক্তির এক একটী অঙ্গানুশীলনরত ভক্তের নাম ঃ—
পদ্যাবলীতে (৫৩) ও ভঃ রঃ সিঃ (১।২।২৬৩)—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩২। পরীক্ষিৎ-রাজা শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রিসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব ও আত্মনিবেদনে শ্রেষ্ঠরূপে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১২৯। অস্মিন্ দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে (দুঃসাধ্যে অপূর্ব্বে চ প্রভাবময়ে) পঞ্চসু (সাধুসঙ্গাদ্যঙ্গেষু পঞ্চসু) শ্রদ্ধা দূরে অস্তু, যত্র (সাধনশ্রেষ্ঠাঙ্গপঞ্চকে) স্বল্পঃ সম্বন্ধঃ অপি সদ্ধিয়াং (সদ্বুদ্ধিমতাং সুচতুরাণাং বৈষ্ণবাণাং) ভাবজন্মনে (ভাবস্য অভিব্যক্তয়ে সমর্থঃ ভবতীতি শেষঃ)।

১৩০। ভজনানুষ্ঠানফলে জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উদয় হয় ; নিষ্ঠা হইতে প্রেম জাত হয়।

১৩৩। পরীক্ষিৎ (বিষ্ণুরাতঃ) শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে (শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত-কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা-শ্রবণে), বৈয়াসকিঃ (ব্রহ্মরাতঃ শুকদেবঃ) কীর্ত্তনে (শ্রীহরিকথাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনে), প্রহ্লাদঃ [বিষ্ণোঃ] স্মরণে [শুদ্ধান্তঃকরণত্বাৎ], লক্ষ্মীঃ তদঙ্ঘ্রিভজনে (নারায়ণ-পাদপদ্মসেবনে), পৃথুঃ [বিষ্ণোঃ] পূজনে (অর্চ্চনে), অক্রূরঃ তু [যাদবস্য] অভিবন্দনে, কপিপতিঃ (হনুমান্) দাস্যে (রামকৈঙ্কর্য্যে), অর্জ্জুনঃ [কৃষ্ণেণ সহ] সখ্যে, বলিঃ (প্রহ্লাদ-পৌত্রঃ) সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে (আত্মসমর্পণে) পরং (কেবলং নিষ্ঠিতঃ) অভূৎ ; এষাং (হরিজনানাম্) [একৈকাঙ্গনিষ্ঠয়া এব] কৃষ্ণাপ্তিঃ (কৃষ্ণলাভঃ অভূৎ)।

১৩৩-১৩৫। বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ মহাভাগবত ব্রাহ্মণ-গুরু অম্বরীষের অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময় চরিত্র-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অম্বরীষের সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবন-বৃত্তি কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অম্বরীষের সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।১৮-২০)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্ ।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে ।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

একান্ত শরণাগত ভক্ত কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য
কাহারও নিকট বাধ্য নহেন ঃ—

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি' ।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩-১৩৫। অম্বরীষ রাজা স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে এবং কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতি কার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে স্বীয় 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

অনুভাষ্য

উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া (হরিজনানুগতা) রতিঃ (অভিরুচিঃ) যথা [ভবেৎ, তথা] সঃ অম্বরীষঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ (কৃষ্ণপাদপদ্মযোঃ) মনঃ, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে (হরিগুণমহিমকথনে) বচাংসি (বাক্যানি), হরেঃ মন্দিরমার্জ্জনাদিষু (ভগবদালয়-বৈষ্ণবচরণ-নীরাজন-ধৌতি-লেপনাদিকর্ম্মণি শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদি-রচনাদিষু বা) করৌ (ভুজৌ), অচ্যুতসৎকথোদয়ে (অচ্যুতস্য বিষ্ণোঃ সৎকথানাম্ উদয়ে) শ্রুতিং (কর্ণদ্বয়ং), মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (কৃষ্ণস্য লিঙ্গানাম্ অর্চ্চানাম্ আলয়ানি মন্দিরাণি তেষাং দর্শনে) দৃশৌ (নেত্রে), তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শে (হরিজনশরীরস্পর্শনে) অঙ্গসঙ্গমম্ (ত্বচা উত্তমাঙ্গস্পর্শনং), শ্রীমত্তুলস্যাঃ (শ্রীমত্যাঃ তুলস্যাঃ) তৎপাদসরোজসৌরভে (ভগবচ্চরণপদ্মেন যৎ সৌরভং তস্মিন্ গন্ধে) ঘ্রাণং (নাসিকাং), তদর্পিতে (তস্মৈ কৃষ্ণায় নিবেদিতে মহাপ্রসাদাদৌ) রসনাং (জিহ্বাং), হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে (ধাম-পরিক্রমণাদৌ) পাদৌ, হৃষীকেশপদাভিবন্দনে (গোবিন্দচরণ-প্রণমনাদৌ) শিরঃ (মস্তকং), দাস্যে (ভগবদুপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারাদীনাং মহাপ্রসাদত্বেন স্বীকারে) কামং চ ন তু কামকাম্যয়া (ভোগেচ্ছয়া), চকার (নিযুক্তবান্)।

বৈধীভক্ত্যধিকারীর পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে অনাবশ্যকতা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৪১)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥১৩৭

বৈষ্ণব কখনও পাপী নহেন, অথবা পাপী কখনও বৈষ্ণব নহে ঃ—

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ ১৩৮ ॥

দৈবাৎ সাধকের পাপ হইলেও কৃষ্ণকৃপায় তাঁহার সম্পূর্ণ পাপ-নিবৃত্তি ঃ—

অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত ।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, হে রাজন্, তিনি দেবতা, ঋষি, অন্যপ্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য, পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না। তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য জন্মিবামাত্র ঐ সমস্ত ঋণে ঋণী হন এবং শাস্ত্রমতে বহুবিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানদ্বারা ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সমস্ত কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হন, তাঁহার ঐ সমস্ত ঋণ উপযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও পরিশোধিত হইয়া যায়।

অনুভাষ্য

১৩৬। দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ ও মনুষ্যঋণ,—এই পঞ্চঋণ পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। "অধ্যাপনং ব্রহ্ম-যজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞো-হতিথিপূজনম্।।" হোমদ্বারা দেবযজ্ঞ, অধ্যাপনদ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষি-যজ্ঞ, তর্পণদ্বারা পিতৃযজ্ঞ, বলিদ্বারা ভূতযজ্ঞ ও অতিথি-পূজাদ্বারা নৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

১৩৭। বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ ভাগবতধর্ম্ম বর্ণন করিতে গিয়া বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে অষ্ট যোগেন্দ্র যথাক্রমে নিমির প্রশ্নোত্তর প্রদান করিলে পর তাঁহাদের অন্যতম করভাজন ঋষি নিমির নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর চারি যুগাবতারের বর্ণভেদ ও উপাসনা-ভেদ এবং ভারতের নানাস্থানে ভাবিকালে বৈষ্ণবাবির্ভাব বর্ণনপূর্ব্বক সর্ব্বশেষে কৃষ্ণের একান্ত শরণাগতের মহিমা নিম্নস্থিত শ্লোকদ্বয়ে কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে রাজন্ যঃ (জনঃ) কর্ত্তং (ভেদং, কৃত্যং স্বধর্ম্মং বা) পরিহৃত্য (পরিত্যজ্য) সর্ব্বাত্মনা (কায়েন মনসা বাচা) শরণ্যং (সর্ব্বাশ্রয়ং) মুকুন্দং শরণং গতঃ, (সঃ) অয়ং দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং (দেবানাম্ ঋষীণাং ভূতানাম্ আপ্তানাং পোষ্য-কুটুম্বিনাং নৃণাং)

অন্তর্যামি-চৈত্ত্যগুরুরূপে পাপ-শোধন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৮)—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

মনোধর্ম্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও আত্মধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে, ভক্তির অনুগামী পুত্রদ্বয়মাত্র ঃ—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ' ।
অহিংস-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥ ১৪১ ॥

ভক্তিব্যতীত জ্ঞান-বৈরাগ্যে শ্রেয়োলাভ হয় না ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৩১)—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮-১৩৯। যিনি বৈদিক বিধিগত ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজন করেন, তাঁহার স্বভাবতঃ কোন নিষিদ্ধ পাপাচারে মতি হয় না, যদি কোন কারণেও পাপ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কৃত হইয়া পড়ে, কৃষ্ণ তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন।

১৪০। যিনি অন্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ) কোনপ্রকারে উৎপতিত হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

১৪২। আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত মদেকচিত্ত প্রিয়যোগীর পক্ষে জ্ঞানচেষ্টা ও বৈরাগ্যচেষ্টা প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি—স্বভাবতঃই স্বতন্ত্রা ; জ্ঞানবৈরাগ্যযোগাদি প্রথমে তাহার পক্ষে ঈষৎ উপযোগী হইলেও অঙ্গমধ্যে পরিগণিত নয়।

অনুভাষ্য

পিতৃণাং ন কিঙ্করঃ (বাধ্যঃ) ন ঋণী চ [অতঃ ভক্তিমার্গাশ্রিতস্য ফলকামি-কর্ম্মিবৎ পঞ্চযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানস্যাবশ্যকতা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ]।

১৪০। স্বপাদমূলং (নিজপাদপল্লবং) ভজতঃ (সেবনকারিণঃ) প্রিয়স্য (প্রেমবতঃ) ত্যক্তান্যভাবস্য (ত্যক্তঃ ভগবতঃ হরেঃ শুদ্ধনিষ্কামসেবনাৎ অন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবতান্তরে বা ভাবঃ যেন তস্য, অনন্যভক্তিপরায়ণস্য তস্য) কথঞ্চিৎ (প্রমাদিনা) বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধং কর্ম্ম) উৎপতিতং (দুর্দ্দৈবাৎ অনুষ্ঠিতং ভবেৎ) [তৎ অপি] সর্ব্বং পরেশঃ হরিঃ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্যামিরূপেণ স্থিতঃ) ধুনোতি (বিনাশয়তি)।

১৪১। অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম-জন্য বৈরাগ্যই শুদ্ধভক্তির সোপান, বস্তুতঃ তাহা নিশ্চয়ই নহে। জ্ঞান বা কর্ম্মজ বিরাগ নিজ-স্বরূপ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে এবং অনিত্য-অবস্থার পরিণামশীল ধর্ম্মবিশেষ, তজ্জন্য উহা নিত্য-

শুদ্ধভক্ত অন্যকে উদ্বেগ দেন না ঃ—

স্কান্দবচন—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ১৪৩ ॥

(খ) রাগানুগা-ভক্তির বর্ণন ঃ—

বৈধীভক্তি-সাধনের কহিলুঁ বিবরণ ।
রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন, সনাতন ॥ ১৪৪ ॥

রাগাত্মিকা ও রাগানুগা-ভক্তির পরিচয় ঃ—

রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসি-জনে ।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে ॥ ১৪৫ ॥

রাগাত্মিকা-ভক্তির সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৭০)—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ১৪৬ ॥

রাগাত্মিকা-ভক্তির স্বরূপ' ও 'তটস্থ'লক্ষণ—

'গাঢ়তৃষ্ণা' ও 'আবিষ্টতা' ঃ—

ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন ॥ ১৪৭ ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম ।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥ ১৪৮ ॥

রাগানুগা-ভক্তির প্রকৃতি বা লক্ষণ ঃ—

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি ।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি ॥ ১৪৯ ॥

রাগানুগা-ভক্তির সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৬৮)—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তাং ব্রজবাসিজনাদিষু ।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয়, কেননা, যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের ক্লেশদ হয় না।

১৪৫। ব্রজবাসী ভক্তগণের যে রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহাই মুখ্য অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহার নামই রাগানুগা ভক্তি।

১৪৬। ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ' ; কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণদাস্যের অঙ্গ নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের ফল—পরিণামশীল অনিত্যানুভূতির বিকারবিশেষ এবং ভোগ বা মোক্ষই তাহার পরিণতি ; সুতরাং নিত্যভক্তির সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই। জ্ঞান বা বৈরাগ্য পরিত্যক্ত হইলেই শুদ্ধভক্তি হইতে পারে। কৃষ্ণভক্ত নিসর্গতঃ হিংসাশূন্য, সংযত ও নিয়মরত। তাঁহার ঐ সকল সদ্‌গুণ উপার্জ্জন করিতে হয় না।

১৪২। শ্রীমদ্ উদ্ধব কৃষ্ণের নিকট বিধি ও নিষেধাত্মক ভগবদাজ্ঞারূপ বেদবাক্য হইতে জীবের ভোগবুদ্ধির উৎপত্তি, আবার ঐ বেদবাক্যদ্বারাই ভেদবুদ্ধির বিনাশ শ্রবণ করিয়া তাহাতে জীবের বুদ্ধি-ভ্রান্তি বা মোহ দূর করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ প্রথমে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের তারতম্য বর্ণনপূর্ব্বক ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিতেছেন,—

তস্মাৎ (ভক্তেঃ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তত্বাৎ) বৈ (নিশ্চিতং)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৯। অনুগতি—অনুগমন।

১৫০। ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তিরূপে রাগাত্মিকা-ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি।

অনুভাষ্য

মদ্ভক্তিযুক্তস্য মদাত্মনঃ (ময়ি কৃষ্ণে আত্মা মনঃ যস্য তস্য) যোগিনঃ (ভক্তিযোগযুক্তস্য জনস্য) ইহ ন জ্ঞানং, ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ (নিঃশ্রেয়সকারণং) ভবেৎ।

১৪৩। হে ব্যাধ, তব এতে অহিংসাদয়ঃ গুণাঃ অদ্ভুতাঃ (অসাধারণাঃ) ন ; হি (যতঃ) যে (জনাঃ) হরিভক্তৌ (কৃষ্ণ-ভজনে) প্রবৃত্তাঃ (অনুরতাঃ), তে (ভক্তাঃ) পরতাপিনঃ (অপর-দ্রোহপরাঃ) ন স্যুঃ (ভবন্তি)।

১৪৬। ইষ্টে (অভীষ্টবস্তুনি যা) স্বারস্বিকী (স্বীয়-সিদ্ধরসোপ-যোগিনী স্বাভাবিকী গাঢ়তৃষ্ণাময়ীত্যর্থঃ) পরমাবিষ্টতা (তদভি-নিবেশময়ী সেবনপ্রবৃত্তিঃ সা,) রাগঃ ভবেৎ। তন্ময়ী (এবম্বিধ-রাগময়ী) যা ভক্তিঃ ভবেৎ, অত্র (শুদ্ধভক্তিসাহিত্যে) সা 'রাগাত্মিকা' উদিতা (কথিতা)।

১৪৭। স্বীয় আনুকূল্য-বিষয়ে অর্থাৎ অভীষ্টবস্তুতে গভীর-তৃষ্ণারূপ রাগই মুখ্য অর্থাৎ স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—যাহাকে তটস্থলক্ষণ বলে, তাহাই—এক্ষেত্রে অভীষ্টবস্তুতে আবিষ্টতা।

১৪৯। ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ভাবেচ্ছানুগমনেই রাগানুগ ভক্তগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। জাতরুচি ভক্তগণ

অমৃতানুকণা—১৪৮-১৪৯। "প্রীতি বা আনন্দের বশীভূত হইয়াই জীবগণ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। পণ্ডিতগণ এই প্রীতিকে চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধনসূত্র বলেন। প্রীতিরূপ বন্ধনসূত্র বিষয়ের যে অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার নাম 'রঞ্জকতা ধর্ম্ম' এবং চিত্তের যে

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৯১)—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। ব্রজবাসিদিগের ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগা-ভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি-লক্ষণ নয়।

অনুভাষ্য

স্বভাবক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্যব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না। জ্ঞাতব্য এই যে, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশ্রিত সম্প্রদায় বাস্তবিক অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানে ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা ও শ্রীরূপানুগ পথ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ-স্ত্রীলম্পট ও মূর্খজনোচিত প্রাকৃত-রুচির পোষণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। তাহারা—বঞ্চিত ও দুর্ভাগ্য।

নিবৃত্তানর্থ সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে রাগানুগা-ভক্তির দ্বিবিধ অনুশীলন ঃ—

বাহ্য, অন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ১৫২ ॥

অনুভাষ্য

১৫০। যা ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তাং (সুপ্রকাশিতাং যথা স্যাৎ তথা) বিরাজন্তীং (শোভমানাং) রাগাত্মিকাং (নিত্যসিদ্ধ-ব্রজজন-স্বভাবগতাং) ভক্তিম্ অনুসৃতা (অনুগতা), সা 'রাগানুগা' উচ্যতে।

১৫১। [জাতরুচিমহাভাগবতগুরুমুখাৎ শ্রীমদ্ভাগবতপদ্ম-পুরাণাদিসিদ্ধশাস্ত্রাদ্বা] তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে (ব্রজবাসিনাং শান্ত-দাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুর-রসাশ্রিতভাবাদীনাং মাধুর্য্যে) শ্রুতে (শ্রবণেন অনুভূতে সতি) যৎ (যস্য) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) অত্র (ইহ) শাস্ত্রং (বিধি-বাক্যং) ন, যুক্তিং (বিচারণং) চ ন অপেক্ষতে (পরন্তু স্বতঃ স্বভাবতঃ এব প্রবর্ত্ততে), তদেব লোভোৎপত্তিলক্ষণং (রাগোদয়লক্ষণম্)।

অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার নাম 'রাগ'। বিষয়ের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়াগত যে সৌন্দর্য্য বা চমৎকারিতা, তাহাকে 'রঞ্জকতা ধর্ম্ম' বলে। বিচারের পূর্ব্বে বিষয়ের সৌন্দর্য্য গোচরীভূত হইবামাত্র চিত্ত যে-প্রবৃত্তিক্রমে সেই পদার্থের প্রতি ধাবিত হয়, তাহাই 'রাগ'। রাগকার্য্যে বিচারের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় পণ্ডিতগণ উহাকে 'সিদ্ধবৃত্তিস্বরূপ' বলিয়া জানেন। রাগ যে-বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, তাহাকে তাহার 'ইষ্টবিষয়' বলে। নিত্য ও অনিত্য-ভেদে রাগের ইষ্টবিষয় দুইপ্রকার। নিত্য ইষ্টবিষয়ের প্রতি রাগ যখন ধাবিত হয়, তখন তাহাকে 'বৈকুণ্ঠরাগ' এবং অনিত্য ইষ্টবিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তখন তাহাকে 'জড়রাগ' বলা হয়। জীবের চিত্তস্থ রাগ একই তত্ত্ববিধায় বৈকুণ্ঠরাগ ও জড়রাগে বিষয়ের ভিন্নতা আছে, রাগে ভিন্নতা নাই।" ('রাগরহস্য'—সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ৩য় বর্ষ, ৩৮-সংখ্যা)

জড়রাগ-বিদ্যমানে কর্ত্তব্যবুদ্ধিক্রমে অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি ও যুক্তিক্রমে প্রেরিত হইয়া যে ঈশসাধনপ্রণালী, তাহার নাম 'বৈধীভক্তি'। সেকালে 'রতি'র উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তিতে অধিকার। রতির উদয় হইলে তাহা 'বৈকুণ্ঠরাগে' পর্য্যবসিত হয়। বৈকুণ্ঠরাগ তাহার ইষ্টবিষয়ের বৈশিষ্ট্যক্রমে ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর-ভেদে দ্বিবিধ। ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রাগ, তাহা কেবল মাধুর্য্যপর ও ঐশ্বর্য্যগন্ধবিহীন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সেই রাগে আত্মসুখবাঞ্ছার গন্ধমাত্রও না থাকায় ও তারতম্য-বিচারে তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ব্রজবাসিগণের পরম বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগই মুখ্যতঃ 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলিয়া কথিত। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রবর্ণন শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের রাগের প্রতি যে-লোভ জন্মে (অর্থাৎ রাগবিশেষে লোভ মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু স্বয়ং রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই), তদ্দ্বারা যে-ভক্তি, তাহাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। সেস্থলে শাস্ত্রবিধি ও যুক্তি-বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকিলেও তাহা উক্ত ভক্তির উত্তেজক নহে, পরন্তু যথার্থ বিষয়ে লোভই তাহার উত্তেজক।

"ততশ্চ তাদৃশলোভবতো ভক্তস্য লোভনীয়-তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যুপায়-জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা স্যাৎ। যথা দুগ্ধাদিষু লোভে সতি কথং মে দুগ্ধাদিকং ভবেদিতি তদুপায়জিজ্ঞাসায়াং তদভিজ্ঞাপ্তজন-কৃতোপদেশবাক্যাপেক্ষা স্যাৎ।" (রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা)—অনন্তর এইরূপ লোভবিশিষ্ট ভক্ত যখন কৃষ্ণপরিকরগণের ভাবপ্রাপ্তির উপায়-জিজ্ঞাসু হয়, তখন সেই অবস্থায় শাস্ত্র ও তদনুকূল যুক্তির ব্যবস্থা দেখা যায়। যেমন, কোন ব্যক্তির যদি দুগ্ধাদি-পানে লোভ উপস্থিত হয়, তবে কি-প্রকারে দুগ্ধাদি পাওয়া যায়, এই উপায় অবগত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা উদয় হয় এবং সেই সময় সে-ব্যক্তির পক্ষে অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক উপদেশ-বাক্যের অপেক্ষা দেখা যায়, সেইপ্রকার ভাবলিপ্সু ব্যক্তিগণের পক্ষেও শাস্ত্রোক্ত উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। সুতরাং লোভোৎপত্তি-ক্ষেত্রে যদিও শাস্ত্রাদির কোনও অপেক্ষা নাই, তথাপি অভীপ্সিত ভাব লাভের জন্য শাস্ত্রোপদেশের অবশ্যই অপেক্ষা আছে, জানিতে হইবে। তজ্জন্য বৈধী সাধনভক্তির যে-সমস্ত অঙ্গ আছে, রাগানুগা ভক্তি সেই সকল অঙ্গ স্বীকার করেন। "বস্তুতস্ত লোভ-প্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে, বিধিপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনঞ্চ বিধিমার্গ ইতি। বিধিবিনাভূতং সেবনং তু শ্রুতিস্মৃত্যিাদিবাক্যাদুৎপাতপ্রাপকমেব।" (রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা)—বস্তুতঃ লোভদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গানুসারে সেবাই 'রাগমার্গ'রূপে কথিত এবং শাস্ত্রবিধি-হেতু অর্থাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধিক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গে যে সেবা, তাহা 'বিধিমার্গ' বলিয়া কথিত।

'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ ১৫৩ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৯৪)—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ১৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। রাগাত্মিকা-ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।

অনুভাষ্য

১৫৪। অত্র (রাগানুগা-ভক্তিসাধনে) তদ্ভাবলিপ্সুনা (তৎ তস্য ব্রজস্থিতস্য নিজাভীষ্টস্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য গুরোঃ যঃ ভাবঃ তস্য লিপ্সুনা তদনুগমনেন নিজায়ত্তীকর্ত্তুমিচ্ছুনা) সাধকরূপেণ (সাধকশরীরে কীর্ত্তনাখ্যভক্ত্যাশ্রিতেন) সিদ্ধরূপেণ (স্বরূপ-সিদ্ধৌ নিত্যসেবনোপযোগি-মানসদেহেন) চ ব্রজলোকানুসারতঃ (তদুনরাগি-ব্রজজনানুগত্যেন) সেবা হি কার্য্যা (করণীয়া)।

১৫৬। কৃষ্ণং চ অস্য (কৃষ্ণস্য) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমং) নিজসমীহিতং (নিজাভীষ্টং জনং) চ স্মরন্ অসৌ (সাধকঃ) তত্তৎকথারতঃ (তত্তদ্রসোচিত-কথানুরক্তঃ সন্) সদা (নিত্যকালং) ব্রজে (নন্দ-

রাগানুগ-ভক্তের সর্ব্বক্ষণ গুর্ব্বানুগত্যে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধসেবা ঃ—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা ॥ ১৫৫ ॥

নিবৃত্তানর্থ রাগানুগ-ভক্তের নির্জ্জনে অভীষ্ট-স্মরণাদি ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৯৩)—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। ব্রজবাসিভক্তগণই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্ট সেবা মনে করেন, তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন।

১৫৬। কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ-নির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন ; শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে, মনে-মনেও ব্রজবাস করিবেন।

অনুভাষ্য

নন্দন-সেবাময়-বৃন্দাবনে) বাসং কুর্য্যাৎ (স্থূলশরীরে মনসাপি বা নিত্যনিবাসং স্থাপয়েৎ—কৃষ্ণভজনবিহীনস্য ধামবাসঃ প্রাকৃত-বিষয়-ভোগ-বিমূঢ়স্য কদাপি ন ভবতি, পরন্তু নিত্যভজনশীলস্য লৌকিকদৃষ্ট্যা অন্যত্রাবস্থানেঽপি অহরহঃ নিত্যধামবাস এব স্যাদিতি ভাবার্থঃ)।

শাস্ত্রবিধি-বিনা সেবা কিন্তু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে উল্লিখিত "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।" বাক্যানুসারে তাহা উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে।

"রাগভক্তগণ জাতরুচি—তাঁহারা স্বভাবতঃ শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ। অজাতরুচি, শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অনিপুণ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া রাগানুগ অভিমান করা কপটতা মাত্র। এই কপটময়ী প্রাকৃত-অভিনিবেশময়ী রুচিকে রাগময়ী ভক্তিতে লোভ বলিয়া মনে করিতে হইবে না, যেহেতু তাহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভোগ-স্পৃহা-দুষ্ট। বৈধীভক্তিদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে যদি অহৈতুক হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় কোন সৌভাগ্যবানের রাগময় লোভ স্বতঃপ্রকাশ হইয়া পড়ে, তবেই তাহার রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার উৎপন্ন হয়। কেহ কৃত্রিমভাবে ইচ্ছা করিলেই বা গায়ের জোরে রাগানুগ ভক্ত হইতে পারেন না। মূর্খতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, কল্পনা, নিষিদ্ধাচার, শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘন বা ব্যভিচার—রাগানুগা ভক্তি বা লোভময়ী শ্রদ্ধা নহে। পুরুষাভিমানী ব্যক্তি রাগভজন করিতে পারে না। মহতের কৃপা হইলে এই পুরুষাভিমান দূর হয় এবং শ্রীপুরুষোত্তমের প্রকৃতি বলিয়া অভিমান জাগে। অনর্থ সঙ্কুচিত হইলে নির্ম্মল আত্মা বা শুদ্ধজীবস্বরূপে যে স্বতঃসিদ্ধ রাগময় সেবা-ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে নিজ নিজ শুদ্ধস্বরূপের রসভেদে রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের নিত্যসিদ্ধ-ভাবের প্রতি রাগানুগা নিষ্ঠা প্রকটিত হয়। তখন শ্রীগুরুকৃপাবলে পরম সৌভাগ্যবান্ সাধকগণের স্ব-স্ব-স্বরূপ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহাতে কল্পনার, কৃত্রিমতার বা অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্যের অবকাশ নাই। যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহারই নির্গুণ ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে।" ('বিধি ও রাগ'—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ)

অমৃতানুকণা—১৫২-১৫৩। "কৃষ্ণসেবা—অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা—শুদ্ধচেতনের অস্মিতার দ্বারা ভগবানের পাদপদ্মের নিত্যা অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা। শ্রীকৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত দেহের কার্য্য। আরোপের দ্বারা বা অন্তশ্চিন্তিত কাল্পনিক মনোময় দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা গোস্বামিপাদগণ বলেন নাই। ইহজগতের স্থূল ও লিঙ্গদেহের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখনই বাহ্যদেহে তাহার স্পন্দন ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"—ইহাতে আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য লুব্ধ হই, তখন আমাদের বাহিরের দেহও মায়ার পূজা না করিয়া সদা বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণে উৎকণ্ঠিত হয়। কিন্তু বাহ্যজগতের প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে যাজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক।

রাগানুগের চারিরসে কৃষ্ণসেবা, শান্তরসের অনবস্থান ঃ—

দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ ।
রাগমার্গে নিজ-নিজ-ভাবের গণন ॥ ১৫৭ ॥

রাগানুগ-ভক্ত কৃষ্ণসহ চারিরসে সম্বন্ধযুক্ত ও অনন্যভাক্ এবং কাল ও প্রকৃতির অতীত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।৩৮)—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ১৫৮ ॥

রাগানুগ ভক্তগণকে প্রণাম ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৩০৭)—

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্ ।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ১৫৯ ॥

অনুক্ষণ গুর্ব্বানুগত্যে নির্দ্দিষ্ট অভীষ্ট-সেবাতেই রাগানুগ সাধকের সিদ্ধি বা ভাবভক্তি-লাভ ঃ—

এইমত করে যেবা রাগানুগা-ভক্তি ।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় 'প্রীতি' ॥ ১৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। আমিই যাঁহাদিগের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ, দৈব ও ইষ্ট, তাঁহারা—সর্ব্বদাই মৎপর। হে শান্তরূপে জননি, আমার কালচক্র তাহাদিগকে কখনও নাশ করে না।

১৫৯। পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র ইত্যাদি রূপে হরিকে সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হইয়া যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে বারবার নমস্কার।

অনুভাষ্য

১৫৭। ভগবান্ মৈত্রেয়-ঋষি বিদুরকে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ বর্ণন করিতেছেন। দেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবের নিকট ভগবদ্ভক্তিযোগ ও আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করায়, তিনি সাংখ্যযোগ-নামে প্রসিদ্ধ শুদ্ধভক্তিযোগ-কীর্ত্তনমুখে প্রথমে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব বলিয়া শুদ্ধভক্ত হরিজনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

[হে মাতঃ,] শান্তরূপে (মন্নিষ্ঠাময়ি, শান্তং বিকাররহিতং শুদ্ধসত্ত্বং রূপং যস্মিন্ তদ্রূপে নিত্যধাম্নি বৈকুণ্ঠে বা) যেষাং (ভক্তানাম্) অহং প্রিয়ঃ (প্রেমপাত্রং), সুতঃ (স্নেহবিষয়ঃ), আত্মা (প্রেষ্ঠঃ), সখা (বিশ্বাসাস্পদং), গুরুঃ (উপদেষ্টা), সুহৃদঃ (হিতকারী), ইষ্টং দৈবং (পূজ্যঃ) [তে এব মদ্ভক্তাঃ, অতঃ ময়া রক্ষমাণাঃ] কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) ন নঙ্ক্ষ্যতি (নির্ব্বিশেষাঃ, ভোগ্যহীনা ন ভবন্তি যতঃ) অনিমিষঃ (কালঃ) মে (মদীয়ঃ) হেতিঃ (কালচক্রং) ন লেঢ়ি (তান্ ন গ্রসতে)।

১৫৯। ইহ (অস্মিন্ জগতি) যে (ভক্তাঃ জনাঃ) সদা উদ্‌যুক্তাঃ (উৎসাহযুক্তাঃ সন্তঃ) হরিং (ভগবন্তং) পতিপুত্রসুহৃদ্-ভ্রাতৃপিতৃবৎ মিত্রবৎ চ ধ্যায়ন্তি, তেভ্যঃ অপি নমঃ নমঃ।

১৬০। যিনি 'এইমত' অর্থাৎ বাহিরে সাধকদেহে শ্রুত-

ইহাদ্বারা বলা হইতেছে না যে ভজনের ক্রিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে, অধিকার-অনুযায়ী ক্রমপন্থানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে। সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থ-নিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যে-দিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিন আমরা রাধাগোবিন্দের নিভৃতসেবা আমাদের বিভিন্ন আত্মরতিতে করিতে থাকিব।" (শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ৩য় বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা)

"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন"—এস্থলে 'ভাবনা'-শব্দে মানবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রাকৃত মনদ্বারা স্বতন্ত্র চিন্তাপ্রণালী বুঝিতে হইবে না। কারণ, শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—'ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।" (ভঃ রঃ সিঃ)—ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে-স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং বিশুদ্ধসত্ত্ব-বৃত্তিদ্বারাই অধোক্ষজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান সম্ভব। অধোক্ষজ-বস্তু—প্রাণিজগতের ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়ের অতীত—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।' (গীতা ৭।২৫)। তাঁহা কেবল সেবোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তেই প্রকাশিত হন। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণ মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।" (ভাঃ ১।৭।৪)। শুদ্ধভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই গৌরপার্ষদ ঠাকুর শ্রীনরোত্তম বলিয়াছেন,—"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।।" জড়বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ মনে কখনও পূর্ণপুরুষের উপলব্ধি হয় না। কারণ, "(বদ্ধজীবের) চিন্তা জড়কে অতিক্রম করিতে পারে না। উপাসনাকে চিন্তা বলিলে, কেবল জড়প্রসূত কল্পনাকেই উপাসনা বলিতে হয়। সামান্য মানবসত্তায় জড় ও চিন্তা ব্যতীত আর কিছু লক্ষিত হয় না। জড়, জড়চিন্তা ও অজড়চিন্তারূপ নির্ব্বিশেষভাব—এই তিনটী সামান্যতঃ লক্ষিত তত্ত্বকে ভেদ করিয়া জীবের সিদ্ধসত্তার অনুসন্ধান কর। তখনই চিন্ময় উপাসনা লক্ষিত হইবে। সেই চিন্ময় উপাসনার নাম 'রস'।" (শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ৭।২)

(২) 'সাধ্য' ভাবভক্তি বা রতি-বর্ণন ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমের অস্ফুটাবস্থাই কৃষ্ণাকর্ষিণী 'ভাবভক্তি' বা 'রতি' ঃ—

প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব'—হয় দুই নাম ।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥ ১৬১ ॥

ভাব বা রতির উদয় পর্য্যন্তই 'সাধন'রূপ 'অভিধেয়' ; তাহা হইতে 'প্রয়োজন'-লাভ ঃ—

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সেবন ।
এইত' কহিলুঁ 'অভিধেয়' বিবরণ ॥ ১৬২ ॥

অভিধেয় সাধনভক্তি সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

অভিধেয়, সাধন-ভক্তি এবে কহিলুঁ সনাতন ।
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥" ১৬৩ ॥

সাধনভক্তি-শ্রবণে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন ।
অচিরাৎ পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১৬৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ব-বিচারো নাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬১। 'প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব' হয় দুই নাম'—প্রেমের বা প্রীতির অঙ্কুরের দুইটী নাম অর্থাৎ 'রতি' ও 'ভাব'।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

হরিকথার কীর্ত্তনদ্বারা সেবা এবং মনে কৃষ্ণসেবোপযোগী নিজরসোচিত সিদ্ধদেহে সর্ব্বকাল ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি শাস্ত্র বা গুরুশাসন-বলে বৈধীভক্তির পরিবর্ত্তে নিজের স্বাভাবিক জাতরুচিপ্রভাবে রাগানুগ-পথে চলিতে চলিতে কৃষ্ণের চরণে প্রগাঢ় প্রীতি লাভ করেন। রাগানুগ-মার্গেই রতি বা ভাব-প্রভাবে কৃষ্ণ বশীভূত হন এবং তখনই কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রাপ্তি ঘটে।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষার সিদ্ধিতে অপ্রাকৃত দেহ বা চিদানন্দময় সিদ্ধদেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রকাশিত হয়। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।" তখনই সাধক সেই সিদ্ধদেহের ভাবনায় যোগ্যতা লাভ করেন এবং বাহ্যে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। **সিদ্ধদেহ পূর্ণ সেবোন্মুখতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়** এবং তাহা শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন তনু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলেই লাভ হইয়া থাকে। গুরুবর্গের বাণীতে পাই—ইতরভাব বিদূরিত হইয়া নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীভাব স্বভাবরূপে প্রকটনই 'গোপীগর্ভে জন্মলাভ'। অর্চ্চনমার্গে যেরূপ ভূতশুদ্ধি লাভের পর অর্চ্চনাধিকার, অপ্রাকৃত ভাবমার্গেও তেমন ইতরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজগোপীভাব লাভ বা গোপীগৃহে জন্মলাভ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবায় অধিকার লাভ হয় না। 'গুপ্'-ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কৃষ্ণ নির্ম্মল চেতনের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তিকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া অর্থাৎ চেতনের নিত্যসেবাপ্রবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া তিনি 'গোপীনাথ' এবং নির্ম্মল চেতনের সেবাবৃত্তির বিগ্রহসমূহই 'গোপী'। সেই গোপীর গর্ভে অর্থাৎ কৃষ্ণের একমাত্র সংরক্ষিত-সত্ত্বস্বরূপ সেবাবৃত্তির অন্তরে জীবের চেতনবৃত্তি অবস্থিত না হইলে কেহ শ্রীরাধামাধবের সেবাধিকার লাভ করিতে পারে না।' ('সিদ্ধ'—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ)

"এই জড়জগতে 'প্রাত্যহিক সাধক' জড়দেহে বাস করিয়াও ভাবনামার্গে শ্রীগুরুপ্রসাদে নিত্যসিদ্ধদেহের ভাবনা করিবেন। সেই দেহে অষ্টকালীয় মানসী সেবা চিন্তা করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধিক্রমে তাহাতে অভিমান জন্মে।" (শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ৬।৫)। এস্থলে 'প্রাত্যহিক সাধক' কাহাকে বলে? "সাধক দুইপ্রকার—প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। 'প্রাথমিক' সাধকগণ নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে (ক্রমশঃ) নামকীর্ত্তনে নৈরন্তর্য্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়া 'প্রাত্যহিক' হইয়া পড়েন। 'প্রাথমিক' সাধকদিগের অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত-রসনায় নামে 'রুচি' থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা করিতে করিতে (অবশেষে) নৈরন্তর্য্য-সিদ্ধি বা 'প্রাত্যহিক'-অবস্থায় নামে আদর হয়। এ অবস্থায় নামোচ্চারণ-রহিত হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। আদরের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরমাস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ ও ঐ সকলের মূল যে অবিদ্যাভিনিবেশ, তাহা স্বয়ং দূর হয় এবং নরস্বভাবের যে-সকল অনর্থ আছে, তাহা ক্রমশঃ উপশম হইয়া নামের পরমানন্দময় স্বরূপ-সাক্ষাৎকৃতি হইতে থাকে।" (শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ৬।৪)। সুতরাং নামে লব্ধরুচি, নামানুশীলন-প্রভাবে অবিদ্যা-ভিনিবেশ-মুক্ত ও নিবৃত্ত-অনর্থ এবং শ্রীনামের স্বরূপ-অনুভবকারী 'প্রাত্যহিক সাধক' রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী বলিয়া শ্রীগুরুপ্রসাদে যুগপৎ বাহ্য সাধকদেহে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং অভ্যন্তরে নিজ সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবনে সমর্থ। কিন্তু শ্রীনামে অজাতরুচি, প্রাকৃত-অভিনিবেশ-বিশিষ্ট ও অনর্থযুক্ত 'প্রাথমিক' সাধকগণের পক্ষে তাদৃশ চেষ্টা নিতান্তই অনধিকার-চর্চ্চা ও কষ্টকল্পনা মাত্র।